সাংকেতিক ভাষায় বিশ্বের প্রথম কুরআন ছাপাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া

সারে-জমিন

১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেও হয়নি বদুয়ার রাস্তা

রূপসী বাংলা

উল্টো স্রোতে জো বাইডেনের কলাম

সম্পাদকীয়

ঘুমিয়ে গেটম্যান, চালকের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

সাধারণ

টি-২০: রান তাড়ার রেকর্ড গড়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের জয়

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
২৪ নভেম্বর, ২০২৩
৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৯ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 316 ■ Daily APONZONE ■ 24 November 2023 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মোদিকে নিয়ে ‘পানৌটি’ ‘পকেটমার’ মন্তব্যে নোটিশ রাহুলকে

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ‘পানৌটি’, ‘পকেটমার’ এবং ‘অতি ধনীদের ঋণ মকুব’ করার জন্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল এবং বলেছিল যে এই জাতীয় ভাষা ব্যবহার করা “খুব সিনিয়র নেতার” পক্ষে “অশোভন”।
নির্বাচন কমিশন গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে আদর্শ আচরণবিধি নেতাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে অযাচাইকৃত অভিযোগ করতে বাধা দেয়।
কংগ্রেস নেতা সম্প্রতি রাজস্থানে নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন। নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া আবেদনে বিজেপি দাবি করেছে, গত নয় বছরে শিল্পপতিদের ১৪,০০,০০০ কোটি টাকা মকুব দেওয়ার অভিযোগ “তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত নয়”।
ইসির নোটিশে বলা হয়েছে, ‘পানাউটি’ শব্দটি জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১২৩ ধারা য় দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর রাহুল বুধবার একটি নির্বাচনী ভাষণে মোদিকে “পকেটমার” আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ করা হয়।

‘হুরুন ইন্ডিয়া’ ২০২৩-এর ধনীদের তালিকায় বাংলা

শীর্ষে ৫৭ হাজার কোটির বাঙ্গুর গোষ্ঠী, ২৫ তম মোস্তাক হোসেনের ২,৩০০ কোটির পতাকা গোষ্ঠী

জাইদুল হক

হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৩: পশ্চিমবঙ্গের তালিকা

Rank	Name	Wealth 2023 (INR Cr)	Company	Industry
1	Benu Gopal Bangur & family	57,100	Shree Cement	Cement & Cement Products
2	Sanjiv Goenka & family	33,900	CESC	Services
3	Ravi Modi	31,600	Vedant Fashions	Textiles, Apparels & Accessories
4	Sajjan Kumar Patwari & family	26,200	Rashmi Metaliks	Metals & Mining
5	Mahabir Prasad Agarwal	9,200	Shyam Metalics & Energy	Metals & Mining
6	Murari Lal Lohia	7,900	Jupiter Wagons	Industrial Products
7	Dipankar Chatterjee & family	7,600	Luxmi Tea	Food & Beverages
8	Radhe Shyam Goenka & family	7,200	Emami	FMCG
8	Radhe Shyam Agarwal & family	7,200	Emami	FMCG
10	Mahabir Prasad Jalan & family	5,800	Ramkrishna Forgings	Industrial Products
11	Sajjan Bhajanka & family	5,600	Century Plyboards India	Construction Materials
12	Madan Mohan Mohanka & family	5,500	Tega Industries	Industrial Products
13	Saroj Kumar Poddar & family	5,400	Texmaco Rail & Engineering	Construction & Engineering
14	Sanjay Agarwal & family	5,000	Century Plyboards India	Construction Materials
15	Vikram Somany & family	4,800	Cera Sanitaryware	Construction Materials
15	Jagdish Prasad Chowdhary	4,800	Titagarh Rail Systems	Industrial Products
17	Shyam Sundar Choudhary & family	4,700	Himadri Speciality Chemical	Chemicals & Petrochemicals
18	Arpan Paul & family	3,600	Saj Food Products	Food & Beverages
19	Vivek Saraogi & family	3,500	Balrampur Chini Mills	Agricultural Products
20	Sushil Jhunjhunwala	2,500	La Opala RG	Consumer Durables
20	Sitaram Agarwal & family	2,500	Super Smelters	Metals & Mining
22	Suvankar Sen & family	2,400	Senco Gold	Jewellery
22	Shree Kumar Bangur & family	2,400	West Coast Paper Mills	Agricultural Products
22	Hari Krishna Chaudhary & family	2,400	Vikram Solar	Energy
25	Mustak Hossain	2,300	Pataka Industries	FMCG
25	Shyam Sunder Beriwala & family	2,300	Shyam Steel Industries	Metals & Mining
25	Brij Kishore Jhawar & family	2,300	Usha Martin	Metals & Mining
28	Gaurav Swarup	2,100	Paharpur Cooling Towers	Industrial Products

সূত্র: 360 ONE Wealth Hurun India Rich List 2023

আপনজন: দেশের অন্যতম শিল্প বিশ্লেষক সংস্থা হুরুন ইন্ডিয়া ‘৩৬০ ওয়ান ওয়েলথ হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৩’ সম্প্রতি প্রকাশ করেছে। গত মাসে প্রকাশিত এই তালিকায় ভারতের যেসব ধন ব্যক্তি বা শিল্প গোষ্ঠীর কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে তাদের মধ্যে ১৩১৯জন স্থান পেয়েছেন। হুরুন ইন্ডিয়ার ১২তম প্রকাশিত এই তালিকায় নতুন ধনী যুক্ত হয়েছেন ২৭৮জন। হুরুন ইন্ডিয়ার রিপোর্টে দেখা গেছে, তাদের তালিকার থাকা ধনী ব্যক্তিদের সমষ্টিগত সম্পদ বেড়েছে ৮.৫ শতাংশ, যেখানে গড় সম্পদ কমেছে ৯.৩ শতাংশ। প্রায় ১,০৫৪ জন ব্যক্তি তাদের সম্পদ বৃদ্ধি বা একই রয়েছে, যার মধ্যে ২৭৮ জন নতুন মুখ ২৬৪ জনের সম্পদ হ্রাস পেয়েছে এবং ৫৫ জন বাদ পড়েছেন। শিল্প পণ্য, ধাতব ও খনির বিভাগভিত্তিক অবদানের দিক থেকে তালিকায় সর্বাধিক সংখ্যক নতুন প্রবেশকারী যুক্ত হয়েছে।
হুরুন ইন্ডিয়ার ধনী তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন মুকেশ আম্বানি। যার শিল্পগোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৮, ০৮,৭০০ কোটি টাকা।
তারপরেই রয়েছেন গৌতম আদানি। আদানি গোষ্ঠীর সম্পত্তির পরিমাণ ৪,৭৪,৮০০ কোটি টাকা।
হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৩-এ পশ্চিমবঙ্গকেও সংশ্লিষ্ট করেছে। সেই তালিকায় রাজ্যের অতি ধনীদের সম্মিলিত সম্পদ বেড়েছে ৩০ শতাংশ।
হুরুন ইন্ডিয়া ২০১৯ সালে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের ধনীদের তালিকায় ৪০জনকে সংশ্লিষ্ট করেছিল। ২০২৩-এর তালিকায় কলকাতার বাসিন্দা এমন ৫২ জন ধনীকে স্থান দেওয়া হয়েছে।
ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে ৩৬০ ওয়ান ওয়েলথ-এর প্র্যাকটিস হেডের ডিরেক্টর নিশিত দোশি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ধনী তালিকার সদস্যদের মোট সম্পদের ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি রাজ্যের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক প্রভাবের স্পষ্ট প্রমাণ।
বিশেষ করে কলকাতা এই মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় থাকা ৯৮ শতাংশ মানুষের পছন্দের বাসস্থান হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে।
হুরুন ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রধান গবেষক আনাস রহমান জুনায়েদ বলেন, ২০২৩ সালের তালিকাভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পদ সৃষ্টির এক মনোমুগ্ধকর ঝলক প্রদান করে। এই বছর, আমরা কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৯ জন নতুন প্রবেশকারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেখছি, যা রাজ্যের গতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রমাণ।
হুরুন ইন্ডিয়ার প্রকাশিত ২০২৩ সালের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের ৫২ জন ধনীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাঙ্গুর গোষ্ঠী। বেনু গোপাল বাঙ্গুর অ্যান্ড ফ্যামিলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৫৭,১০০ কোটি টাকা।
তাদের পণ্য সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রী সিমেন্ট। তার পরের স্থান গোয়েঙ্কাদের। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৩,৯০০ কোটি টাকা।
সঞ্জীব গোয়েঙ্কাদের ব্যবসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা। সিইএসসি-র মালিক তারা। এছাড়া পার্কসার্কাসের কোয়েস্ট মল, কেবল ব্যবসা রয়েছে। তৃতীয় স্থানে পোশাক শিল্প ব্যবসায়ী রবি মোদি। বেদান্ত ফ্যাশন হল তাদের পোশাক সামগ্রীর মূল ব্র্যান্ড।
বিশেষ সূত্র জানাচ্ছে রাজ্যের শীর্ষ ধনীদের মধ্যে মাত্র চারজন বাঙালি রয়েছেন। এদের মধ্যে অন্যতম খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসায়ী লক্ষ্মী চা গোষ্ঠীর দীপঙ্কর চ্যাটার্জি অ্যান্ড ফ্যামিলি রাজ্যের ধনী তালিকায় সাত নম্বর স্থানে রয়েছে। তাদের সম্পত্তির পরিমাণ ৭,৬০০ কোটি টাকা। তার পরেই রয়েছে ইমামি গোষ্ঠী। ইমামি গোষ্ঠীর রাধ্যে শ্যাম গোয়েঙ্কা অ্যান্ড ফ্যামিলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৭,২০০ কোটি টাকা। রাজ্যের ধনী তালিকায় ১৮তম স্থানে রয়েছে বাঙালি প্রতিষ্ঠান বিস্ক ফার্ম বিস্কুট গোষ্ঠী। বিস্ক ফার্মের অর্পণ পাল অ্যান্ড ফ্যামিলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩,৬০০ কোটি টাকা।
২২তম স্থানে আছে বাঙালি স্বর্ণ প্রতিষ্ঠান সেনকো গোল্ড। সেনকো গোল্ডের শুভঙ্কর সেন অ্যান্ড ফ্যামিলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,৪০০ কোটি টাকা।
রাজ্যের আরও এক বাঙালি শিল্প প্রতিষ্ঠান পতাকা শিল্প গোষ্ঠীও রাজ্যের প্রথম পঞ্চাশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। বিশিষ্ট শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের পতাকা শিল্প গোষ্ঠীর বিড়ি, রেশম, চা ছাড়াও আরও ব্যবসা রয়েছে। পতাকা শিল্প গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,৩০০ কোটি টাকা। ২৫ তম স্থান পেয়েছে আরও দুই শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিস ও উষা মার্টিন। তবে রাজ্যের মধ্যে পঞ্চাশতম স্থানে রয়েছে শ্যাম স্টিলের আরও এক কর্ণধার গোবিন্দ বেরিওয়ালা অ্যান্ড ফ্যামিলি যাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ হাজার কোটি টাকা।

ভারতের হার নিয়ে নিশানায় মোদি-শাহ

পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে, সেখানেই ভরাডুবি: মমতা

আপনজন ডেস্ক: কদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে গুজরাতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। আর সেই স্টেডিয়ামে স্বপ্ন ভঙ্গের সাক্ষী ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। মূলত দেশের ক্রিকেটারদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে তারা হাজির থাকলেও পরিশেষে ভারতকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। সেই হার নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, যতবারই ফাইনালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহের মতো নেতারা হাজির হয়েছেন ততবারই ভারতকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাই মোদিকে ‘অপয়া’ প্রধানমন্ত্রী বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের সুর চড়েছে। আর সেই সুরে তাল মিলিয়ে রাজস্থানের এক জনসভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নাম না করে বলেছিলেন,
আমা,দের ছেলেরা ভাল খেলছিলেন। বিশ্বকাপ জিতে যেত ওরা। কিন্তু ‘অশুভ’রা এসে হারিয়ে দিল। সেই মন্তব্য ঘিরে জোর বিতর্কের মাঝে এবার প্রায় একই সুরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে নাম না করে মন্তব্য করলেন, পাপিষ্ঠরা যেখানে গেল সেখানেই হারল।
বৃহস্পতিবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভায় মমতা বলেন, ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় বা ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হত তা হলে আমরা জিতে যেতাম।আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায় তাদের সব গেরুয়া পরিয়ে দিচ্ছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে, সেখানেই ভরাডুবি । পাপ কখনও বাপকেও ছাড়ে না।
এখানেই শুধু থেমে থাকেননি মমতা। এর আগে বিশ্বকাপের প্র্যাকটিশ ম্যাচে ভারতীয় দলের জার্সির রং গেরুয়া হওয়া সমালোচনা করেছিলেন। এদিনও, ভারতীয় ক্রিকেট দলের নীল রঙের জার্সির পরিবর্তে জোর করে গেরুয়া রং চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। মমতা বলেন, আমাদের ক্রিকেট দলের জার্সির রং নীল থেকে গেরুয়া করা হচ্ছিল। কিন্তু ক্রিকেটারদের আপত্তিতে তা হয়নি। সেই কারণে নীল রঙের জার্সিতে কিছুটা গেরুয়া রং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমএনআরইজিএস, গ্রামীণ আবাসন এবং গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পের বকেয়া অর্থের দাবি নিয়ে দিল্লিতে ফিরে আসার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে তিনি ডিসেম্বরে সংসদ অধিবেশন চলাকালীন জাতীয় রাজধানী সফর করবেন এবং তাঁর দলের সাংসদদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করবেন। এমনকি মোদির সঙ্গে শ্রোতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে দিল্লির রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করার হুমকিও দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল নেতাদের বেছে বেছে টার্গেট করার জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করার জন্য বিজেপির সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিরোধীদের বিরুদ্ধে দ্বৈত প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে আসার হুমকি দেন।
তিনি বলেন, ‘তারা আমাদের দলের চার নেতাকে কারাগারে পাঠিয়েছে এবং চুরির অভিযোগে তাদের থাপ্পড় মেরেছে। আজ আমার সিদ্ধান্ত, পুরনো ও বিচারাধীন মামলাগুলো পুনরায় খুলে দিয়ে আমি তাদের আট নেতাকে কারাগারে পাঠাব। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে।
নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের বিশেষ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ও সিপিআই-এমকে একইভাবে আক্রমণ করেন, কিন্তু কৌতূহলজনকভাবে বাংলায় বামপন্থীদের রাজনৈতিক অংশীদার কংগ্রেস সম্পর্কে নীরব ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মুসলিম মহিলা বিচারপতি ফাতিমা বিবির ইন্তেকাল

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টের প্রথম মুসলিম মহিলা বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারপতি ফাতিমা বিবি বৃহস্পতিবার কেরালার কোল্লামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান। (ইন্না ল্লিাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। লিঙ্গ ন্যায়বিচারের রোল মডেল হিসাবে বিবেচিত, তিনি আইন পেশা এবং অন্যথায় একটি পথ প্রজ্জ্বলন করার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের আইকন ছিলেন। শোকবার্তায় কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেন, বিচারপতি ফাতিমা বিবিরি জীবন কেরালায় নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।
বিচারপতি ফাতিমার মাধ্যমে কেরল দেশের প্রথম মহিলা বিচারপতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
বিজয়ন বলেন, বিচারপতি ফাতিমা বিবির জীবনের সমস্ত বাধা অতিক্রম করার অনন্য শক্তি রয়েছে এবং তাঁর জীবন সমগ্র সমাজের জন্য, বিশেষত মহিলাদের জন্য অনুপ্রেরণা। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল থাকাকালীন সাংবিধানিক বিষয়ে তাঁর দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছিল।
১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুর গভর্নর রে দায়িত্ব পালন করা বিচারপতি বীভি ১৯৪৩ সালে পাথানামথিট্টার ক্যাথলিকেট স্কুলে স্কুল শেষ করেন, মহিলা কলেজ থেকে রসায়নে স্নাতক শেষ করেন এবং তিরুবনন্তপুরমের একটি সরকারি আইন কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে পাথানামথিট্টায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি আন্নাভিতিল মীরা সাহেব এবং খাদিজা বীভির আট সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

রেজিস্ট্রেশন বিভাগের একজন সরকারি কর্মচারী সাহেব আন্তরিকভাবে তাঁর সন্তানদের, বিশেষ করে তাঁর ছয় কন্যার শিক্ষাগত আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন ও উৎসাহ তি করেছিলেন, যখন মুসলিম মেয়েরা উচ্চশিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। বীভি রসায়নে স্নাতক হওয়ার পরে, সাহেবই তাঁর মেয়েকে আইন কোর্সে যেতে প্ররোচিত করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, কিন্তু সাহেব তৎকালীন ট্রাভানকোর রাজ্যের প্রথম মহিলা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা আন্না চান্ডির গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সাহেব তখন বলেছিলেন যে রসায়নে স্নাতকোত্তর তাকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়ে যাবে, তবে আইন তাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সহায়তা করবে। তিনি আইন পেশার পাশাপাশি বিচার বিভাগের প্রতিটি স্তরে ইতিহাস রচনা করেছিলেন। ১৯৪৯-৫০ সালে, যখন তিনি আইনের শিক্ষার্থী হিসাবে স্নাতক হন, তখন আইনজীবী হিসাবে ভর্তি হওয়ার জন্য বার কাউন্সিল কর্তৃক একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। ১৯৫০ সালে বীভি প্রথম মহিলা আইন স্নাতক হিসেবে বার কাউন্সিল থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। তারপরে তিনি কোল্লাম জেলা আদালতে জুনিয়র অ্যাডভোকেট হিসাবে নথিভুক্ত হন। আদালতে হিজাব পরিহিত এক মুসলিম মহিলা মুসলিম সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের বিরক্ত করেছিলেন। কিন্তু বীভি কাচের ছাদ ভেঙে ফেলেন।
আট বছর পর তিনি মুন্সিফ হিসেবে জুডিশিয়াল সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৯৭৪ সালে জেলা দায়রা জজ হন। তিনি তৎকালীন সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মুন্সিফ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বীভি ১৯৮৩ সালে কেরালা হাইকোর্টের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে উন্নীত হন। বিচারপতি বীভি ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসাবে একটি দুর্দান্ত কর্মজীবন রেখে গেছেন। একজন বিচারক হিসাবে, বিচারপতি বীভি গুরুত্বপূর্ণ রায়গুলিতে সমতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে কর্ণাটক তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নিয়োগ সংরক্ষণ) আইনের কিছু বিধান সম্পর্কিত একটি মামলার শুনানির বেঞ্চের অংশ ছিলেন। তিনি সাংবিধানিক বিধানের কথাও তুলে ধরেন যা প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্র বা তার কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বের নির্বিচার প্রয়োগের বিরুদ্ধে রক্ষা করে। শীর্ষ আদালত থেকে অবসর গ্রহণের পরে, তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এবং তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উত্তরপ্রদেশে গোমাংস বহনে নিষেধাজ্ঞা নেই: এলাহাবাদ হাইকোর্ট

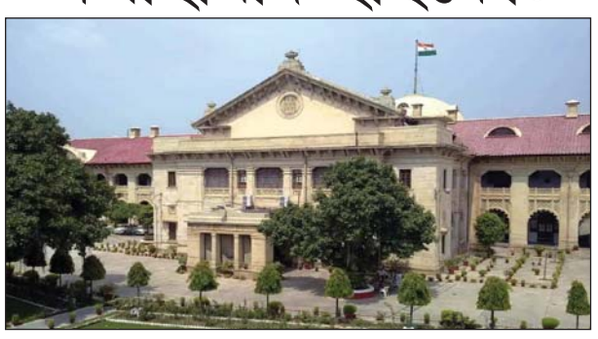

আপনজন ডেস্ক: এলাহাবাদ হাইকোর্ট বলেছে, উত্তরপ্রদেশ গোহত্যা প্রতিরোধ আইনে গরুর মাংস পরিবহন নিষিদ্ধ নয়।
ফতেহপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একটি আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে দায়ের করা ফৌজদারি রিভিশনের অনুমতি দেওয়ার সময় বিচারপতি পঙ্কজ ভাটিয়া এই মন্তব্য করেন। আদেশে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, তিনি ফতেহপুরের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে একটি রিপোর্ট পেয়েছেন আবেদনকারীর গাড়িটি গরুর মাংস পরিবহনে জড়িত ছিল এবং গাড়িটি গোহত্যা বিরোধী আইনের অধীনে বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়বদ্ধ। সোমবার উভয় পক্ষের আইনজীবীদের কথা শোনার পর আদালত বলেছে, আইন অনুসারে পরিবহণের উপর বিধিনিষেধ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি কেবল গরু বা ষাঁড় পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাও রাজ্যের বাইরে যে কোনও জায়গা থেকে উত্তরপ্রদেশের যে কোনও জায়গায়।
আদালত পর্যবেক্ষণ করে দেখে ‘পুরো আইন বা বিধিমালায় গরুর মাংস পরিবহণে নিষেধাজ্ঞার কোনো বিধান নেই। গোহত্যা আইনের ৫এ ধারার অধীনে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা কেবল গবাদি পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে, তাও কেবল রাজ্যের বাইরের জায়গা থেকে রাজ্যের যে কোনও জায়গায়। এমনকি রাজ্যের বাইরের যে কোনও জায়গা থেকে রাজ্যের অভ্যন্তরে যে কোনও জায়গায় গরুর মাংস পরিবহণের ক্ষেত্রে কোনও বাধা বা বিধিনিষেধ নেই। আদালত বলেছে, বর্তমান মামলায় রাজ্যের দুটি জায়গায় যানবাহনে (মোটরসাইকেলে) গরুর মাংস পরিবহন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং তাই এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে পরিবহনের দায়ে বাজেয়াপ্ত করার ভিত্তি নেই।
বিচারপতি বলেন, আমি বলতে দ্বিধা বোধ করি না যে বাজেয়াপ্তের ক্ষমতা আইনের কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই এবং গোহত্যা আইনের ৫এ (৭) ধারার ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে উল্লিখিত কারণে বাজেয়াপ্তের আদেশটি বহাল রাখা যায় না এবং সেটি বাতিল হওয়ার যোগ্য।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১৬ সংখ্যা, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৯ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

ঐক্যই বড় শক্তি

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বত্সরে যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার ২০ বত্সর পূর্তি অনুষ্ঠানে জো বাইডেন একটি ভিডিও-বার্তায় বলিয়াছিলেন–'ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।' ইউনাইটেড তথা ঐক্যবদ্ধ থাকিবার মধ্যেই পুঞ্জীভূত হয় বৃহত্ শক্তি। আমরা যদি মহাবিশ্বের দিকে তাকাই, দেখিতে পাইব সেইখানে রহিয়াছে পুঞ্জীভূত মহাশক্তির মহাসম্মিলন। তাহা ছড়াইয়া রহিয়াছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্তরে। সেইখানে সম্মিলিত পুঞ্জীভূত শক্তি মিলিয়াই তৈরি করিতেছে নক্ষত্র। অর্থাত্ সম্মিলন তথা ঐক্য ব্যতীত কখনোই বড় শক্তি তৈরি হয় না। এইভাবেই এই জগত্ তৈরি হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের ব্যাপারে গ্রেট অটোম্যান সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট ষোড়শ শতাব্দীতে বলিয়াছিলেন, 'মহান আল্লাহ ভিন্নতা পছন্দ করেন। তাহা না হইলে এক রঙের ফুলই সৃষ্টি করিতেন; দেখা যাইত সকল জায়গায় একই রঙের পাখি, একই রঙের মানুষ। কিন্তু আমরা একেক জন একেক রকম। কারণ, বিচিত্রতাই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।'

সুতরাং আমাদের চারিদিকেও ভিন্নতা থাকিবে–ইহাই স্বাভাবিক। ইহাই জগতের নিয়ম। মনে রাখিতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়িতে হয় এবং তাহা পরিশ্রম করিয়া আদায় করিতে হয়। কোথাও অন্যায়-অবিচার হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ানোটাই দস্তুর। সুতরাং সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য রহিয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। এই জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে। আর ঐক্যের অভাব ঘটিলে কী হইতে পারে–ইহা লইয়া অসংখ্য নীতিগল্প রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত গল্পের পুনঃপাঠ করা যাক। গল্পটি সংখ্যাবিষয়ক। একবার স্কুলের ক্লাসে 'সংখ্যা-৯' 'সংখ্যা-৮'-কে চাপিয়া ধরিয়া হেনস্তা করিল। সংখ্যা-৮ বলিল–তুমি আমাকে আঘাত করিলে কেন? সংখ্যা-৯ বলিল–আমি বড়, তাই তোমাকে মারিতে পারি। তখন সংখ্যা-৮ জ্যেষ্ঠতার অধিকার লইয়া সংখ্যা-৭-কে মারিল! সংখ্যা-৭ ঘুরিয়া সংখ্যা-৬-কে মারিল! এইভাবে চলিতে চলিতে শেষ পর্যন্ত 'সংখ্যা-২' যখন 'সংখ্যা-১'-কে মারিল 'সংখ্যা-০' (শূন্য) তখন ভাবিল–এইবার তো আমার পালা! আমার চাইতে ছোট কেহ নাই। সে নিরাপত্তার আশায় একটু দূরে গিয়া বসিল। 'সংখ্যা-১' তখন গিয়া '০' (শূন্য)-র বাম পাশে বসিয়া বলিল–আমি তোমাকে মারিব না। শূন্য হইলেও তোমাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ১ গিয়া ০-এর বাম পাশে বসিবার কারণে তাহারা দুইয়ে মিলিয়া হইয়া গেল ১০! অর্থাত্ সকলের চাইতে বড়। এই নীতিগল্পটি বলিয়া দেয়–'ঐক্যবদ্ধ' থাকিলে সকলকে ছাড়াইয়া যাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকিতে হইবে। আমরা যদি 'এক' থাকি, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্য লইয়া কেহ ছিনিমিনি খেলিতে পারিবে না। আমাদের ধর্মেও পারস্পরিক ঐক্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতিকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করা হয়। সুরা-৯ তওবা, আয়াত-৯২-এ বলা হইয়াছে, 'এই যে তোমাদের জাতি, এই তো একই জাতি আর আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমারই ইবাদত করো।'

সুতরাং আমাদের ঐক্যসাধন প্রয়োজন। যেই এলাকায় জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে, সেই এলাকার মানুষেরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের স্বাদ পাইতেছে। এই জন্য বলা হয়, বিভাজন নহে, ঐক্যই উন্নয়নের সবচাইতে বড় সহায়ক। এই জন্য সকলকে সচেতন হইতে হইবে। মানুষ সচেতন না হইলে অন্ধকার দূর হইবে না। এই জন্য কাজী নজরুল ইসলাম বলিয়াছেন–'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?'

• • • • • • • • • • • • •

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র সংকট উত্তরণের কিছু মৌলিক নীতি উপস্থাপন করতে চায়, যাকে ভিত্তি ধরে বিশ্বসম্প্রদায় নতুন করে পুনর্গঠনের দিকে যেতে পারে।

শুরুতেই বলতে চাই, গাজাকে আর কখনো সন্ত্রাসের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেওয়া যাবে না। গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত, পুনর্দখল, ঘিরে রাখা, অবরোধ ও এলাকার পুনর্বিন্যাস করা যাবে না। এই যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিনিদের দাবি ও তাদের যে স্বপ্ন, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, তা-ই ঠিক করে দেবে গাজার শাসনব্যবস্থাকে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে গাজা ও পশ্চিম তীরকে একক শাসনব্যবস্থার অধীনে আনা উচিত। আমরা সবাই যখন দুই রাষ্ট্র গঠনের কাজে নিয়োজিত থাকব, তখন পুনরুজ্জীবিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে।

আমি পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার ব্যাপারে ইসরায়েলি নেতাদের কাছে আমার কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছি। আমি বলেছি, এই সহিংসতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং এর সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। পশ্চিম তীরে বেসামরিক জনগণের ওপর হামলাকারীদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার মতো পদক্ষেপ নিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে।

চলমান সংকট শেষ হলেই গাজাবাসীর সমর্থনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এগিয়ে আসা উচিত। অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তাব্যবস্থা জারি করা ও গাজা পুনর্গঠনের কাজে সবার অংশগ্রহণ জরুরি। গাজা কিংবা পশ্চিম তীরে যেন সন্ত্রাসবাদের উত্থান না হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা যদি প্রাথমিক এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার ব্যাপারে একমত হই, তাহলে আমরা একটা অন্য রকম ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করতে পারি। সামনের দিনগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ, সমন্বিত ও সমৃদ্ধশালী মধ্যপ্রাচ্য গড়তে আরও সচেষ্ট হবে, যেখানে ৭ অক্টোবরের মতো কিছু আর কখনো ঘটবে না। এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করব এই সংঘাত যেন অন্যদিকে না ছড়ায়, তা নিশ্চিত করতে। আমি পরিস্থিতিকে শান্ত রাখতে দুটি মার্কিন রণতরি পাঠিয়েছি। আমরা হামাসকে ও যারা তাদের অর্থায়ন করে, তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখব। হামাসের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দিতে দফায় দফায় নিষেধাজ্ঞা দেব এবং তারা যেন কোনো জায়গা থেকে এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকেও কোনো অর্থ না পায়, সেই ব্যবস্থা করব।

আমি পরিষ্কারভাবে বলেছি, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাসদস্যদের নিরাপত্তায় যা করা প্রয়োজন, তার সবটাই আমরা করব এবং জানিয়ে রাখতে চাই, যারা এর মধ্যে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে, তাদের সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে।

আমি ৭ অক্টোবরের পরপরই ইসরায়েল সফরে গিয়েছিলাম।

উল্টো স্রোতে জো বাইডেনের কলাম

পুতিন ও হামাস প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চায়

ইসরায়েলিরা যখন এই ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না, তখন আরও ৭ অক্টোবর ঘটানোর অঙ্গীকার করেছে হামাস। ঘোষণা দিয়েছে, তারা থামবে না। ফিলিস্তিনিরা নিজস্ব ভূমি ও হামাসমুক্ত ভবিষ্যতের দাবিদার। গাজায় শিশুসহ কয়েক হাজার বেসামরিক নাগরিকের লাশের ছবি দেখে আমার বুক ভেঙে যায়। ফিলিস্তিনি শিশুরা তাদের মৃত মা-বাবার জন্য কাঁদছে। বাবা-মায়েরাও তাঁদের সন্তানদের হাত-পায়ে নাম লিখে রাখছেন যেন ভয়ংকর কিছু ঘটে গেলে তাদের শনাক্ত করা যায়। লিখেছেন **জো বাইডেন** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

যুদ্ধের সময় কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেটিই ছিল প্রথম ইসরায়েল সফর। আমি ইসরায়েলের জনগণের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করি। তাদের জানাই, ইসরায়েলের সুখে-দুঃখে যুক্তরাষ্ট্র পাশে থাকবে।

ইসরায়েলের নিজেকে সুরক্ষিত করার অধিকার আছে। কিন্তু তেল আবিবে আমি ইসরায়েলিদের বলেছিলাম, ক্ষোভ-শোক যেন তাদের বিভ্রান্ত না করে। বিভ্রান্তি থেকে ভুল হয় এবং আমরাও অতীতে এই ভুল করেছি।

শুরু থেকেই মার্কিন প্রশাসন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার কথা বলেছে। নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ও বেসামরিক মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর গাজায় সব ধরনের ত্রাণসামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। খাবার, পানি ও ওষুধের মজুত দ্রুত কমে আসে। ইসরায়েলে আমার সফরের অংশ হিসেবে আমি ইসরায়েল ও মিসরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি যেন জীবন বাঁচাতে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ শুরু করা যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই গাজায় ত্রাণ সরবরাহ পৌঁছাতে শুরু করে। এখন প্রতিদিন মিসর থেকে গাজায় ১০০ ট্রাক ত্রাণসহায়তা পৌঁছানো হচ্ছে। আমরা এই সহায়তার পরিমাণ কয়েক গুণ পর্যন্ত বাড়ানোর চেষ্টা করেছি।

আমি মানবিক কারণে যুদ্ধবিরতির জন্য ওকালতি করছি, যেন বেসামরিক নাগরিকেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যেতে পারে, যেন ত্রাণসহায়তা যাঁদের বেশি প্রয়োজন, তাঁদের কাছে পৌঁছানো যায়।

ইসরায়েল আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মানবিক কারণে দুটি করিডর খুলে দিয়েছে এবং উত্তর গাজায় প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে যুদ্ধবিরতি দিচ্ছে। ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকেরা যেন দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় চলে যেতে পারেন।

এসব পদক্ষেপ হামাসের সন্ত্রাসবাদী কৌশলের বিপরীত। কারণ, তারা ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সঙ্গে মিশে আছে। তারা শিশু ও নিরপরাধ মানুষকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ ও আবাসিক ভবনের নিচে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে। তাদের উদ্দেশ্য ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু ও সর্বোচ্চ ভোগান্তি নিশ্চিত করা।

হামাস যদি ফিলিস্তিনিদের জীবনের মায়া করত, তাহলে জিম্মিদের মুক্তি দিত, অস্ত্র ফেলে তাদের নেতারা আত্মসমর্পণ করতেন। যাঁরা ৭ অক্টোবর ঘটিয়েছেন, তাঁরাও থাকতেন আত্মসমর্পণকারীদের দলে।

হামাস যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই ধ্বংসবাদী মতবাদ আঁকড়ে ধরে থাকবে, তত দিন পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি শান্তি আনতে পারবে না। হামাস সদস্যদের জন্য যুদ্ধবিরতি মানে রকেটের আরও মজুত বাড়ানো, তাদের যোদ্ধাদের অবস্থানের পুনর্বিন্যাস করা ও নতুন করে নিরপরাধ মানুষের ওপর ধ্বংস ও হামলা চালানো। হামাসের হাতে আবারও গাজাকে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ ফিলিস্তিনিদের নতুন জীবন গড়ায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা।

আর এখন এই ভয় ও সন্দেহের কালে, যখন রাগ-ক্ষোভের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি, তখন আমাদের মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রাখতে কঠোর চেষ্টা করে যেতে হবে। আমাদের দেশে প্রত্যেকের যাঁর যাঁর ধর্ম পালনের, মতপ্রকাশের অধিকার আছে। আমাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে বিতর্ক ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের। তবে স্কুল, কর্মক্ষেত্র কিংবা পাড়া-মহল্লায় কেউ যেন নিশানা না হন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রে ঘৃণার পালে হাওয়া লেগেছে অনেক, বর্ণবৈষম্য বেড়েছে, ইহুদিবিদ্বেষ বেড়েছে বহুগুণ। এই সংকট আরও তীব্র হয়েছে ৭ অক্টোবরের পর। ইহুদি পরিবারগুলো তাদের ধর্মীয় পরিচয়বাহী কোনো চিহ্ন ধারণ করা বা তাদের জীবনযাপনের রীতির কারণে বিপদের মুখোমুখি হতে পারে, এমন ভয় পাচ্ছে। একই সঙ্গে মুসলিম আমেরিকান, ফিলিস্তিনি আমেরিকানসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ও অত্যাচারিত হচ্ছে এবং কষ্ট পাচ্ছে। তারা মনে করছে, ৯/১১-এর পর আমরা যে ইসলামভীতির আর অবিশ্বাসের উত্থান দেখেছিলাম, তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

ঘৃণা যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আমরা তখন চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। আমাদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহুদিবিদ্বেষ, ইসলামভীতি ও ঘৃণা ও পক্ষপাতিত্বের আরও যে ধরন আছে, তার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হতে হবে। আমাদের অবশ্যই যেকোনো ধরনের সহিংসতা ও তিক্ত সমালোচনা পরিত্যাগ করতে হবে। পরস্পরকে শত্রু হিসেবে নয়, বরং একে-অন্যকে একজন আমেরিকান হিসেবে গণ্য করতে হবে।

ইউক্রেন, ইসরায়েল, গাজাসহ অন্য অনেক জায়গায় এত এত সহিংসতা ও যন্ত্রণার মুহূর্তে ভিন্ন রকম কিছু ভাবার সুযোগ কম। কিন্তু আমরা ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা নিয়েছি বারবার, তা ভুলে গেলে চলবে না। ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয়, অভ্যুত্থান থেকেই বড় অগ্রগতির সূচনা হয়–আরও বেশি আশা–আরও বেশি স্বাধীনতা–আরও কম ক্ষোভ–আরও কম শোক–আরও কম যুদ্ধ।

এই লক্ষ্য পূরণের যে সংকল্প, তা থেকে আমরা বিচ্যুত হব না। কারণ এখনই সময়, কারণ আমরা আগের চেয়ে বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আমাদের মধ্যে পরিকল্পনাও আগের চেয়ে বৃহৎ এবং এই মুহূর্তে যে রাজনৈতিক সাহস প্রয়োজন, তা-ও বেশি। এটাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজন। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ তথা গোটা বিশ্বেই আমার প্রশাসন এই কৌশল নিয়েই এগোবে। এই উদ্দেশ্য পূরণে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের। এই পদক্ষেপ পৃথিবীকে আরও নিরাপদ করবে, আর যুক্তরাষ্ট্রকে করবে সুরক্ষিত।

লেখাটি 'দ্য ইউএস ওন্ট ব্যাক ডাউন ফ্রম দ্য চ্যালেঞ্জ অব পুতিন অ্যান্ড হামাস' শিরোনামে দ্য ওয়াশিংটন পোস্টে ছাপা হয় ১৮ নভেম্বর। ইংরেজি থেকে অনুবাদ

সামনের দিনগুলোয় যুক্তরাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ, সমন্বিত ও সমৃদ্ধশালী মধ্যপ্রাচ্য গড়তে আরও সচেষ্ট হবে, যেখানে ৭ অক্টোবরের মতো কিছু আর কখনো ঘটবে না। এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করব এই সংঘাত যেন অন্যদিকে না ছড়ায়, তা নিশ্চিত করতে। আমি পরিস্থিতিকে শান্ত রাখতে দুটি মার্কিন রণতরি পাঠিয়েছি। আমরা হামাসকে ও যারা তাদের অর্থায়ন করে, তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ: নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধ হোক/৩

মহবুবুর রহমান

তাদের হামলার একটি বড় কারণ মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতি। গত কয়েক বছরে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক নেতৃস্থানীয় দেশের সঙ্গে মিত্রতা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে ইসরায়েল। নিজের নিরাপত্তা ও মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার জন্য এই মিত্রতা ইসরায়েলের জন্য জরুরিও ছিল।'

'কিন্তু এই পদক্ষেপের প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতিতে যে সম্প্রতি একটি বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে– তা আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি; আর সেই পরিবর্তনটি হলো– মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের প্রভাব বাড়ছে। ফিলিস্তিনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই তা অস্বস্তিকর ও আতঙ্কজনক।'

'আমরা মনে করি, ইসরায়েলের অবশ্যই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, নিজেদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং জিম্মিদের ঘরে ফিরিয়ে আনার অধিকার রয়েছে; কিন্তু এখানেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ইসরায়েলকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণ করতে হবে।'

'আর সেই আইন বলছে, ইসরায়েলকে অবশ্যই গাজায় নিরপরাধ বেসামরিকদের নিহত হওয়া ঠেকাতে হবে, হাসপাতালে হামলা করা থেকে বিরত থাকতে হবে, পশ্চিম তীরে সহিংসতা বন্ধ করতে হবে এবং গাজায় ত্রাণ, চিকিৎসা উপকরণ ও মানবিক সহায়তা প্রবেশ করতে দিতে হবে।'

সম্প্রতি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঋষি সুনাক। সোমবারের বক্তব্যে তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস আমাকে বলেছেন যে ফিলিস্তিনের লোকজন কী ভয়াবহ ভোগান্তির মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতিদিন প্রচুর বেসামরিক মানুষ সেখানে মারা যাচ্ছেন।'

'এখন সেখানে যুদ্ধ চলছে এবং আমরা সাধারণ ফিলিস্তিনিদের জন্য স্থল, জল ও আকাশপথে ত্রাণ সামগ্রীও পাঠাচ্ছি। কিন্তু এটা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়।'

'মধ্যপ্রাচ্যের ওই অঞ্চলে চিরস্থায়ীভাবে সংঘাত অবসানের একমাত্র উপায় দ্বিরাষ্ট্র সমাধান। এটাই একমাত্র পথ– যার মাধ্যমে সেই অঞ্চলের ইতিহাস এবং বসবাসকারী লোকজনের হৃদয়কে স্বীকৃতি ও সম্মান জানানোর মাধ্যমে আমরা স্থায়ীভাবে শান্তির পথে এগোতে পারি।'

'একটি নতুন ভবিষ্যৎ মধ্যপ্রাচ্যের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই ভবিষ্যতের চাবি খুলবে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের মাধ্যমেই। তাই আমরা মনে করি, সংঘাতমুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থেই দ্বিরাষ্ট্র সমাধান ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।'

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান মিমাংসা ও শান্তির পক্ষেই সওয়াল করে আসছেন।অতি সম্প্রতি তিনি বলেছেন," ইসরাইল সন্ত্রাসী রাষ্ট্র,গাঁজায় যুদ্ধাপরাদ করছে।" আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানমন্ত্রী মোদিজী অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সাউথ সামিটে "ইসরাইল -হামাস যুদ্ধে" অগণিত নিরীহ মানুষের প্রাণহানির তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে যুদ্ধবিরতির জোর সওয়াল করেছেন।প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমনি মত বিশ্বনেতাদের প্রায় সবারই।

তবে সবথেকে ধিকৃত ও উদ্বেগের বিষয় হলো, এই যুদ্ধ দমনে মানবতা বিশ্বশান্তির কথিত ফেরিওয়ালা-মোড়লদের সাধ্যানুযায়ী তৎপরতা ও সক্রিয়তা খুব একটা দৃষ্টি গোচর হয় নি। সজাগ হয়েও নিদ্রাচ্ছন্নতার ভান করে মানবতার কবর রচনা করেই চলেছেন! আফসোস! সাবধান!সবার মনে রাখা চাই,"রিভেঞ্জ অফ নেচার" বলে একটা বিষয় রয়েছে।পরকালে সবাইকে জবাবদিহি হতে হবে ভুলে গেলে চলবে না

পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমান পৃথিবীতে চলমান এই ছোট ছোট যুদ্ধক্ষেত্রগুলোই আগামীর পৃথিবীতে ভয়াবহ এক সমস্যা সৃষ্টি করবে, যার বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে আরেকটা নরকীয় হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করতে হবে। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ এক্ষুণি থামানো দরকার।

ফিলিস্তিন-ইসরাইলকে শুধু সমর্থন নয়, তাদের নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়ে দেয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, ইসরাইল পারমাণবিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। ইসরাইলকে এখন সম্পূর্ণ উৎখাত করে সমস্যা সমাধান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। শুরুতে ৪৩ শতাংশ ভূমি দিয়ে ফিলিস্তিনকে যে ভূমিখণ্ড দেয়া হয়েছিল এখনও ফিলিস্তিনকে সেই ৪৩ শতাংশ ভূমিতেই স্বাধীন ফিলিস্তিন হিসেবে ঘোষণা দেয়া হোক। তাদের আরও ভাবা উচিত, সমাজ এক অখণ্ড জিনিস। অনেকগুলো উপাদান নিয়ে সমাজ গঠিত হয়। পৃথিবীর এক কোণের কোনো সমাজে বিপ্লব হলে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এসে ধাক্কা লাগে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। পুরো পৃথিবীতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে।

জাতিসংঘের এখনই উচিত স্বাধীন ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেয়া। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে আরও শক্ত হস্তে দমন করতে হবে, অনেকটা কঠোর হতে হবে।

পৃথিবীর মানুষ রাশিয়া-আমেরিকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে, রাজনৈতিক স্বার্থে রক্তারক্তি খেলা আর পুনরায় দেখতে চায় না। অনৈতিক ও অমানবিকভাবে অগণিত শিশু,কিশোর,আবাল, বৃদ্ধ বনিতার মৃত্যু মিছিল পৃথিবী বইতে ও সইতে অপারগ। এই রক্তারক্তি খেলা বন্ধ হোক। নির্বিচারে মানুষ হত্যা বন্ধ হোক। মানবতার জয় হোক। জয় হিন্দ।।

সমাপ্ত.....

প্রথম নজর

আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালককে গ্রেফতার করলো ইসরায়েলি বাহিনী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অন্যতম বড় আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালককে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী গ্রেফতার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল-আজিরা জানিয়েছে, আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবু সালমিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপিকে নিশ্চিত করেছে হাসপাতালটির এক চিকিৎসক। এ সময় অন্যান্য বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে ইসারায়েল বাহিনী গ্রেফতার করেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। হাসপাতালের বিভাগীয় প্রধান খালিদ আবু সামরা গণমাধ্যমকে জানান, আল-শিফা হাসপাতালের পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবু সালমিয়াকে গ্রেফতারের পাশাপাশি অন্যান্য বেশ কিছু চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ইসরায়েল বাহিনীর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলি বাহিনী বিভিন্ন সময় অভিযোগ করেছে, গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতালটি হামাস দখল নিয়ে সেটি কমান্ড সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করে। তবে এ দাবির পক্ষে ইসারায়েল বাহিনী কখনো সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি।
গাজার ইসারায়েলি স্থল অভিযানের মধ্যে গত সপ্তাহেই ইসরায়েলি বাহিনী হাসপাতালটিতে অভিযান চালায়। পরে হাসপাতালের একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করে। তখন দাবি করা হয়, গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসারায়েল থেকে জিম্মি করে আনা ব্যক্তিদের আল শিফা হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলো।
যদিও হামাস ওই অভিযোগ অস্বীকার করে।
আল-শিফা হাসপাতালকে গাজা সরকারের প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে দেখা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময় সেখানে লাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

শুক্রবার থেকে কার্যকর হামাস-ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হবে।
বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার।
দেশটি আরো জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজা থেকে জিম্মিদের প্রথম দলটিকে মুক্তি দেওয়া হবে।
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ হবে ৪ দিন।
কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হবে। ১৩ জন জিম্মি সন্ধ্যায় মুক্তি পাবেন। এই সময়ের মধ্যে জিম্মিদের মধ্যে যারা একই পরিবারের তাদের একত্রিত করা হবে। ৪ দিনের মধ্যে ৫০ জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার যে চুক্তি হয়েছে সেটি অনুযায়ী প্রতিদিন নতুন করে আরো বেসামরিক জিম্মিকে যুক্ত করা হবে।’
তিনি আরো বলেছেন, ‘গতকাল দিনব্যাপী যে আলোচনা হয়েছে সেটি আজ সকাল পর্যন্ত চলমান ছিল। এতে যুক্ত ছিল মিসর এবং যুদ্ধের অন্যান্য পক্ষগুলো। আলোচনা ভালোভাবে হয়েছে এবং আলোচনার পরিবেশ ইতিবাচক ছিল।’ কাতারি এ কর্মকর্তা আরো বলেছেন, ‘আলোচনার ফলাফল অবশ্যই ছিল যুদ্ধবিরতির চুক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। আমরা সবসময় বলেছি এমন কিছু প্রয়োজনীয় যেটি বাস্তবসম্মত এবং জিম্মিদের মুক্তির ক্ষেত্রে একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করবে।’
সংবাদসম্মেলনে মাজেদ আল-আনসারিকে জিজ্ঞেস করা হয়, জিম্মিরা কিভাবে গাজা থেকে বের হবে।
এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন, নিরাপত্তার কারণে এ বিষয়টি তারা খোলাসা করতে পারবেন না।

সাংকেতিক ভাষায় বিশ্বের প্রথম কুরআন ছাপাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া

আপনজন ডেস্ক: শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য সাংকেতিক ভাষায় পবিত্র কুরআন প্রকাশ করছে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ ইন্দোনেশিয়া। এর মাধ্যমে ধর্মের অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধীসহ সবার অধিকার বাস্তবায়নে দেশটির সরকার এ উদ্যোগ নেয়।
ইন্দোনেশিয়ার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ইয়াকুত কলিল কুমাস বলেন, ‘সাংকেতিক ভাষার কুরআনের খসড়া তৈরির প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে এবং শিগগিরই তা মুদ্রিত হবে। তা শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ায় নয়; বরং পুরো বিশ্বে সাংকেতিক ভাষায় এবারই প্রথম কুরআন মুদ্রিত হবে। তা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদেরকে সমাজের মানুষের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।’
দেশটির ধর্মমন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এটি সারাবিশ্বে পবিত্র কুরআনের সাংকেতিক ভাষায় মুদ্রিত প্রথম কপি হবে। ইতিমধ্যে এর খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে এবং মুদ্রণের প্রস্তুতি চলছে।
মূলত ২০১৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার একটি আইনে প্রতিবন্ধীদের জন্য ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিষেবার পাওয়ার অধিকারের কথা বলা হয়। সাংকাতেকি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুলিপি তৈরির মাধ্যমে দেশটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে এবং ধর্মীয় গ্রন্থকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের গবেষণা ও উন্নয়ন শাখার প্রধান আবদুল আজিজ সিদকি বলেন, আমাদের গবেষণা অনুসারে এটি বিশ্বের প্রথম মুদ্রিত কপি যেখানে কুরআনের ৩০ পারা ইশারা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এর ডিজিটাল ভার্সন রয়েছে।
আগামী মাসের মধ্যে এর ছাপা কপি পাওয়া যাবে। পুরো কুরআন দুই খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডে প্রথম ১৫ পারা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বাকি অংশটুকু থাকবে।
প্রাথমিক পর্যায়ে এক থেকে দুই হাজার কপি ছাপানো হবে।
তিনি আরো জানান, সাংকেতিক ভাষায় সবকিছু নির্ভুল রাখতে কুরআনের অক্ষর, হরকত ও উচ্চারণসহ সবকিছু নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হয়।
২০২১ সালে এর আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। এরপর গত বছর শুধুমাত্র ৩০তম পারার অংশটি প্রকাশিত হয়।

নেদারল্যান্ডসের নির্বাচনে ইসলাম-বিরোধী রাজনৈতিক দলের জয়

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসের সাধারণ নির্বাচনে দেশটির ইসলাম-বিরোধী রাজনৈতিক দল ফ্রিডম পার্টির জয় নিশ্চিত হয়েছে।
নির্বাচনের বুথ ফেরত জরিপে দেখা গেছে, ইসলামবিদ্বেষী নেতা হিসেবে পরিচিত গ্রিট ওয়াইল্ডারের এই দল ৩৫টি আসনে স্পষ্ট জয়ের পথে আছে। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বামপন্থী জোটের চেয়ে ফ্রিডম পার্টি অনেক এগিয়ে আছে।
এ প্রসঙ্গে গ্রিট ওয়াইল্ডার বলেন, “ফ্রিডম পার্টিকে এখন আর অবহেলা করা যাবে না। এখন আমরা দেশ চালাবো।” এই ফলাফল যদি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হয় তাহলে সেটি হবে ডাচ রাজনীতির জন্য বড় এক ঝাঁকুনি।
কিন্তু ফ্রিডম পার্টিকে তাদের সঙ্গে সরকারে জোট সঙ্গী খুঁজে পেতে সংগ্রাম করতে হবে।
পার্লামেন্টে ৩০০টি আসনের মধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো দল পায়নি। সরকার গঠন করতে হলে ৭৬টি আসনের প্রয়োজন। সেজন্য ফ্রিডম পার্টিকে অবশ্যই জোট সরকার গঠন করতে হবে।
ফ্রিডম পার্টির পরে যে তিনটি বড় দলের অবস্থান রয়েছে তারা এরই মধ্যে ওয়াইল্ডারের নেতৃত্বে সরকারে যোগ না দেবার কথা জানিয়ে দিয়েছে। বিজয়ী ভাষণে ৬০ বছর বয়সী ওয়াইল্ডার বলেন, “আমরা দেশ শাসন করতে চাই এবং ৩৫টি আসন দিয়ে আমরা দেশ শাসন করবো। ৩৫টি আসন অনেক বড় বিষয় এবং অনেক বড় দায়িত্বও বটে।” বামপন্থী জোট নির্বাচনে ২৫টি আসনে বিজয়ী হয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই জোটের নেতা ফ্রাঁ টিমারম্যানস বলেছেন, ফ্রিডম পার্টির সঙ্গে কোনো সমঝোতায় তিনি যাবেন না।
তিনি সমর্থকদের বলেন, এখন ডাচ গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনকে রক্ষা করার সময়।
“আমরা কাউকে এখান থেকে যেতে দেব না। নেদারল্যান্ডস-এ সবাই সমান।” নির্বাচনে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে থাকা বড় দু’টি দলের সমর্থন লাভের চেষ্টা করবে ফ্রিডম পার্টি। নির্বাচনে তৃতীয় অবস্থানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দিলান ইয়েসিলগোজ-এর নেতৃত্বে মধ্য-ডানপন্থী দল এবং চতুর্থ স্থানে থাকেবে পিটার ওমটজিগট-এর নতুন রাজনৈতিক দল।
উভয় নেতা ফ্রিডম পার্টিকে অভিনন্দন জানিয়েছে তাদের সাফল্যের জন্য। ইয়েসিলগোজ এ সপ্তাহে বলেছেন তিনি ওয়াইল্ডারের নেতৃত্বে ক্যাবিনেটে কাজ করবেন না। যদিও ওয়াইল্ডারের সঙ্গে কাজ করার সম্ভাবনা তিনি পুরোপুরি খারিজ করে দেননি। ওয়াইল্ডারের নেতৃত্বে ফ্রিডম পার্টির জয় ইউরোপজুড়ে একটি বড় ধাক্কা দেবে। কারণ, নেদারল্যান্ডস হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ৬০ বছর বয়সী ওয়াইল্ডার ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে নেদারল্যান্ডস বের হয়ে আসার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে চান, যেটাকে তিনি ‘নেক্সিট’ হিসেবে বর্ণনা করছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসার মতো আবহ দেশের ভেতরে নেই। নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি অবশ্য ভাষা পরিবর্তন করে বলেছেন যে নেদাররল্যান্ডস-এ ইসলাম নিষিদ্ধ করার চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন আছে। সেজন্য তিনি বিষয়টি আপাতত স্থগিত রাখতে চান।

আরব বিশ্বে পশ্চিমা পণ্য বয়কটের ডাক

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এতে মিশর, জর্ডান, কুয়েত এবং মরক্কোর সাধারণ মানুষ ব্যাপক সাড়া দিয়েছেন। যার প্রভাবে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা পণ্যের বিক্রিতে ধস নেমেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিনিধি কয়েকদিন আগে মিশরের রাজধানী কায়রোতে ম্যাকডোনাল্ডসের একটি রেস্টুরেন্টে যান। সেখানে তিনি দেখতে পান খালি রেস্টুরেন্টটি পরিষ্কার করছেন একজন কর্মী। রয়টার্সের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, কায়রোতে অন্যান্য পশ্চিমা ফাস্টফুড চেইনের শাখাগুলোও এখন খালি অবস্থায় থাকছে। বড় পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলো এখন মিশর ও জর্ডানে বয়কটের সবচেয়ে বড় প্রভাবটি টের পাচ্ছে। ধীরে ধীরে এখন এটি কুয়েত এবং মরক্কোতে ছড়াচ্ছে। তবে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে বয়কটের তেমন প্রভাব পড়েনি। যেসব ব্র্যান্ডের পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে, সেগুলো মূলত ইসরায়েলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এমনকি কয়েকটি ব্র্যান্ডের সঙ্গে ইসরায়েলের অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকার অভিযোগও রয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকটি পণ্যের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এগুলো পুরোপুরি বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে সাড়া দিয়ে দোকানদাররাও সেসব পণ্য সরিয়ে স্থানীয় পণ্য দিয়ে নিজেদের দোকান সাজাচ্ছেন। রিহাম হামেদ (৩১) নামে কায়রোর এক বাসিন্দা, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফাস্টফুড চেইন এবং কিছু পণ্যকে বয়কট করছেন, তিনি রয়টার্সকে বলেছেন, ‘আমি মনে করি যদিও যুদ্ধে এটি বড় কোনো প্রভাব ফেলবে না, কিন্তু অন্য দেশের মানুষ হিসেবে আমরা অন্তত এটি করতে পারি। যেন আমরা অনুভব করতে পারি আমাদের হাত রক্তে মাখা নয়।’ জর্ডানে বয়কটে অংশ নেয়া ব্যক্তিরা প্রায়ই ম্যাকডোনাল্ডস এবং স্টারবাকসের শাখাগুলোতে প্রবেশ করছেন। সেখানে তারা যেসব কাস্টমারদের পাচ্ছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করছেন যেন এসব পশ্চিমা ব্র্যান্ডের পণ্য না কেনেন তারা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, বিশ্বের জনপ্রিয় একটি ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করছেন ইসরায়েলি সেনারা। সেই ডিজারজেন্টও বয়কটের আহ্বান জানানো হয়েছে। জর্ডানের রাজধানী আম্মানের একটি বড় সুপারশপের ক্যাশিয়ার আহমাদ আল-জারো বলেছেন, ‘কেউ এসব পণ্য কিনছেন না। কাস্টমাররা এরবদলে স্থানীয় পণ্য কিনছেন।’ মঙ্গলবার কুয়েতে সন্ধ্যায় স্টারবাকস, ম্যাকডোনাল্ডস এবং কেএফসির সাতটি শাখায় গিয়েছিলেন রয়টার্সের প্রতিনিধি। তিনি সবগুলো শাখাই প্রায় খালি পেয়েছেন।
মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অবস্থিত স্টারবাকসের এক কর্মী রয়টার্সকে বলেছেন, এ সপ্তাহে তাদের কাস্টমারের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। তবে গতমাসে ম্যাকডোনাল্ডস এক বিবৃতিতে দাবি করেছিল, ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের অবস্থান নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য ছড়ানো হচ্ছে।
অপরদিকে স্টারবাকস তাদের ওয়েবসাইটে দাবি করেছে, ইসরায়েলি সরকার এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের আলাদা বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে একটি পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্টারবাকস তাদের ইউনিয়নের শ্রমিকদের শোকজ করেছিল। অপরদিকে ম্যাকডোনাল্ডসের ইসরায়েলি শাখা ইসরায়েলি সেনাদের বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। এ দুটি বিষয়ই সবার চোখে পড়েছে। পরিচয় গোপন রাখার শর্তে মিশরে ম্যাকডোনাল্ডসের কর্পোরেট অফিসের এক কর্মকর্তা বলেছেন, গত বছরের তুলনায় এ বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে তাদের বিক্রির পরিমাণ ৭০ শতাংশ কমেছে। তিনি জানিয়েছেন, এখন নিজেদের খরচ মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছেন তারা।

হরতাল ও অবরোধের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার প্রতিবাদে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেন ঢাকায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইথিওপিয়ায় ক্ষুধায় অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: খরাজনিত ক্ষুধার কারণে ইথিওপিয়ার উত্তর টাইগ্রে ও আমহারা অঞ্চলে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ এবং প্রায় চার হাজার গবাদি পশু মারা গেছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন বলে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। টাইগ্রের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ের মতে, ৪৬ জন বাস্তুচ্যুত মানুষ ইতিমধ্যে খরার কারণে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মারা গেছে।
কার্যালয়ের প্রধান গেব্রেহিওত গেব্রেগজিয়াবার বলেছেন, ইয়েচিলা নামের একটি শহরে এদের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে ওয়াগ হেমরার পার্শ্ববর্তী আমহারা এলাকায় খরার কারণে খাদ্যসংকটে কমপক্ষে ছয়জন এবং চার হাজার গবাদি পশু মারা গেছে বলে একজন স্থানীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
প্রতিবেদন অনুসারে, পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে ব্যাপক চুরির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ ইথিওপিয়াকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া স্থগিত রেখেছে। এতে দেশটিতে মানবিক সংকট আরো চরম হয়েছে। যুদ্ধ ও চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সেখানকার লাখ লাখ মানুষ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

গাজার পাশে দাঁড়ানোকে ‘পবিত্র দায়িত্ব’ বললেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের নজিরবিহীন হামলায় প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার বেসামরিক জনগণের পাশে দাঁড়ানো মস্কোর ‘পবিত্র দায়িত্ব’ দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বুধবার (২২ নভেম্বর) এক বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি। এর আগে মঙ্গলবার ব্রিকসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুতিন। সেই সময় তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনি শিশুদের অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়াই অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে, এমন ভিডিও আমাকে বিচলিত করেছে।’ এই মাসের শুরুর দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ইসরায়েলকে নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সুবিধাগুলোতে হামলা চালানোর জন্য অভিযুক্ত করেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

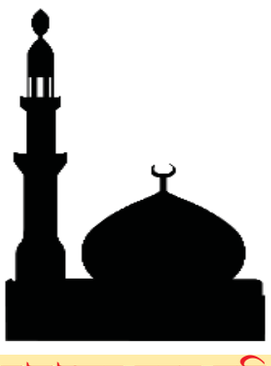

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩১	৫.৫৬
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

করোনার পর চিনে এবার রহস্যজনক নিউমোনিয়ার হানা, সতর্কবার্তা জারি

আপনজন ডেস্ক: এখনো মহামারি করোনাভাইরাসের ধকল কাঠিয়ে উঠতে পারেনি চীন। এরমধ্যেই দেশটির স্কুলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে রহস্যময় নিউমোনিয়া। বিশেষ করে দেশটির স্কুলগুলোতে এবং শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে নিউমোনিয়ায়। এর সঙ্গে করোনাভাইরাসের শুরুর দিকের সময়েরগুলোর মিল খুঁজে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এ রহস্যময় নিউমোনিয়ার কথা জানিয়েছে চীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল হেলথ কমিশনের কর্মকর্তারা। তারা জানিয়েছেন, দেশজুড়ে প্রতিদিনই বাড়ছে এই রোগটিতে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অজানা এই নিউমোনিয়ার ছড়িয়ে পড়া রোধে জনগণকে করোনার সময় মেনে চলা বিধিনিষেধ আবারো মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে। বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, রহস্যময় এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিলেও পরবর্তীতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, যা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণ। এছাড়া আক্রান্ত শিশুদের ফুসফুসের প্রদাহ এবং তীব্র জ্বরসহ অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা গেছে। তবে তাদের ফ্লু, এবং শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য রোগের সাধারণ উপসর্গ কাশি এবং অন্যান্য লক্ষণগুলো নেই।

যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্ত ক্রসিংয়ে গাড়ি বিস্ফোরণ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা সীমান্ত ক্রসিংয়ে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে গাড়িটিতে থাকা ২ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মধ্যে চারটি সীমান্ত ক্রসিং বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় বুধবার নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের পাশে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রথমে তারা কানে তালা লাগানোর মতো বিকট শব্দ শুনতে পান। এরপর ঘটনাস্থলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পান।

ইসলাম বিদ্বেষী আচরণ, ওবামার প্রাক্তন সহযোগী আটক

আপনজন ডেস্ক: ইসলাম বিদ্বেষী আচরণ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক প্রাক্তন সহযোগীকে পুলিশ আটক করেছে। ওই ব্যক্তির নাম সেলডোভিটস। নিউইয়র্ক সিটির একজন খাদ্য বিক্রেতার সঙ্গে ইসলাম বিরোধী আচরণ করায় তাকে পুলিশ আটক করেছে। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচুর ভাইরাল হয়। ভিডিওটি এক্স(সাবেক টুইটার)-এ ৪০ মিলিয়ন ভিউ হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি সেই খাবার বিক্রেতাকে সন্ত্রাসী বলছেন। হামাসের পক্ষে মন্তব্য করার ওই বিক্রেতাকে সেলডোভিটস এই কথা বলেন বলে জানান। খাবার বিক্রেতার মোহাম্মদ হুসেইন অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি হামাসের পক্ষ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে নিশ্চিত করেছেন, সেলডোভিটসকে গতকাল বুধবার হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে এই অভিযোগের তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিবরণ পাওয়া যায়নি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে সেলডোভিটসকে আরো বলতে শোনা যায়, ‘আমরা ৪ হাজার ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা কিরেছি কিন্তু আপনি কি জানেন, এটি যথেষ্ট ছিল না।’ তিনি বিক্রেতাকে ‘অজ্ঞ’ বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর পরিবারকে মিসরীয় পুলিশ নির্যাতন করতে পারে বলে বলতে শোনা যায়।
এ ছাড়া মুসলিমদের নবী মুহাম্মদ এবং কুরআন সম্পর্কেও মন্তব্য করতে শোনা যায়।

প্রথম নজর

এসএসসির নতুন বিজ্ঞপ্তির দাবিতে মিছিল

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন: শিক্ষক নিয়োগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন বিজ্ঞপ্তির দাবিতে শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন চত্বর থেকে ধর্মতলা অভিযান হয় বৃহস্পতিবার। এই মিছিলে সামিল হন বহু শিক্ষক পদপ্রার্থী বেকার যুবক যুবতী। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক যুবতী এই মিছিলে যোগদান করেন। তাদের দাবি ২০১৬ সালের পর এসএলএসটি-র নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। বর্তমানে কয়েক লক্ষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রার্থী বসে রয়েছে। অনেকের বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকতার চাকরির স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় উচ্চশিক্ষিত বেকাররা হতাশাগ্রস্ত। তাদের সকাতর আবেদন স্কুল সার্ভিস কমিশন অবিলম্বে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করুক। এরপর রাজপথে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন মহামিছিলের অংশগ্রহণকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মপ্রার্থীরা।

কোলাঘাটের বিডিওকে স্মারকলিপি

আনোয়ার হোসেন ● কোলাঘাট

আপনজন: এম এস ডি পি ও আই এম ডিপি প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থের দ্রুত কাজের দাবিতে কোলাঘাট ব্লকের বিডিও কে স্মারক লিপি প্রদান সারা বাংলা সংখালঘু যুব ফেডারেশান কোলাঘাট ব্লকের।উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা সংখালঘু যুব ফেডারেশান এর রাজ্য সহ-সভাপতি সেক ফজলুর রহমান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার যুব ফেডারেশান এর সম্পাদক সেক হামিদুল হোসেন, যুব ফেডারেশান এর কোলাঘাট ব্লকের সম্পাদক সেক মনিরুল হক, মোজাফফর আলী, সেক জাহাঙ্গীর হোসেন সহ অনেকেই।

শিব মন্দিরের বেড়া ভাঙল রেল পুলিশ

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের অন্তর্গত তুন্তুরী সুইসা অঞ্চলের দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের রাঁচি ডিভিশনের সুইসা স্টেশনের সামনে অবস্থিত স্টেশন পাড়ার বহু প্রাচীন শিব মন্দিরের চার পাশের বেড়া ভেঙ্গে ফেলায় স্টেশন পাড়ার বাসিন্দারা চিন্তিত। জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় সুইসা আরপিএফ ওসি সহ আরপিএফ পুলিস কর্মচারীরা এসে শিব মন্দিরের চার পাশের বেড়া ভেঙে দেয়। যার ফলে সুইসা স্টেশন পাড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যায়। তাদের একটাই অনুরোধ আমাদের মন্দির যেন ভেঙে দেওয়া না হয়। সুইসা আরপিএফ থানা সূত্রে জানা যায়,মন্দিরের চার পাশের বেড়া হাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিব মন্দির ভেঙে দেওয়া হয় নি,শুধু মাত্র মন্দিরের চার পাশের বাঁশের বেড়া হাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।তারা মন্দিরে পুজো করুক কিন্তু মন্দিরে বেড়া দেওয়া যাবে না। এছাড়া আরও জানা গিয়েছে, সুইসা স্টেশন অতি শীঘ্রই অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম স্বীকৃত হয়েছে। যার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

অর্ধেক দামে বিক্রি হচ্ছে খাস ধান, মাথায় হাত বর্ধমানের চাষিদের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের খাস দান কিছু দিন আগে ২৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। এখন আমন ধান তোলার ভরপুর মরসুম । এই সময় খাস ধান পূর্ব বর্ধমানের বিক্রি হচ্ছে ১৫০০ টাকায়।

আর্থিক অসচ্ছল চাষিদেরকে চাষের খরচ জোগানের জন্য বিক্রি করতে হচ্ছে নতুন তোলা ধান। নতুন খাস ধানের দাম কমে হয়ে গেছে পনেরশো টাকা। এই অবস্থায় চাষিদের খরচা উঠবে না। পূর্ব বর্ধমানের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিরা অন্যান্য ধানের থেকে খাস ধান চাষ করে দুটো পয়সা লাভের মুখ দেখে। এই বছর ধান হয়েছে যথেষ্ট ।বড় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেনি। পুরাতন খাস দান যেখানে ৩ হাজার টাকা দাম হয়েছিল সেই খাশ ধান নেমে এসেছে ২১০০ টাকায়। আর নতুন খাস ধান অর্ধেক দামে বিক্রি হচ্ছে। চাষিদের আক্ষেপ কমছে না। যেখানে এক বিঘা জমিতে আট থেকে দশ বস্তা ধান হয়। এখানে খরচা হয় ১২ হাজার এর উপর। এখানে যদি পনেরশো টাকা করে ধান বিক্রি করতে হয় তাহলে তো চাষিদের ক্ষতি আর ক্ষতি। এই অবস্থায় চাষিরা সরকারের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে ধানের ধানের দাম বৃদ্ধি করতে । খুশবু চাল বা খাস ধান থেকে উৎপন্ন হয় সারা বিশ্বে সামাদ্রিত ।পূর্ব বর্ধমানের মত এত উৎকৃষ্ট খাশ ধান সারা বিশ্বে কোথাও হয় না। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই খুশবু চাল দেশ-বিদেশের শোরুমের শোভা পায় কিন্তু যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে চাষিরাই পায় না দাম । অন্ধকারে ছিল চাষিরা সেই অন্ধকারই থেকে যাচ্ছে। আশায় মরে চাষা এই প্রবাদ বাক্য পূর্ব বর্ধমানের চাষিদের জন্য থেকেই গেল।

পুলিশি পরিচয়ে মহিলার গয়না নিয়ে চম্পট!

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: পুলিশ পরিচয় দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক নটা নাগাদ মালদা শহরের কুট্টিটোলা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই মহিলার নাম গায়ত্রী সরকার বয়স আনুমানিক ৬০ বছর বাড়ি মালদা শহরের মহেশমাটি এলাকায়।আজ সকালে ওই মহিলা মালদা শহরের কালিতলা এলাকা থেকে একটি টোটোতে করে নিজের বাড়ি মহেশ মাটি ফেলছিলেন । সেই সময় মোটরবাইকে করে কুট্টিটোলা এলাকায় ওই দুই যুবক আসে এবং টোটো টিকে থামিয়ে মহিলাকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মহিলার হাতের সোনার অলংকার ও গলার অলংকার খুলতে বলে। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু খুলে দেয় নিরাপত্তার জন্য। পরে আরেকজন যুবক ওই দুই যুবকের সাথে যোগ দেয়। এরপর সোনার অলংকার খুলে নিয়ে সেখান থেকে তিনজন যুবক পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কুট্টিটোলা এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

বিশ্বনবীর জীবন নিয়ে আলোচনা হাই মাদ্রাসায়

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থানার অন্তর্গত খোশদেলপুর হাই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব নবী হজরত মুহাম্মদের (সা) জীবন আদর্শ নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা । বৃহস্পতিবার মাদ্রাসার পক্ষ থেকে 'বিশ্ব নবী দিবস' উপলক্ষে আলোচনা সভার পাশাপাশি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা হামদ, নাত, কেরাত, মোকালামা পরিবেশন করে। খোশদেলপুর হাই মাদ্রাসার সহ শিক্ষক সিয়ামত আলির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ওই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখার সময় আলোচকরা বিশ্বনবীর জীবনাদর্শ তুলে ধরে শান্তি সম্প্রীতি সৌভ্রাতৃত্বের স্থাপনের পাশাপাশি সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক আলহাজ্ব মতিয়ার রহমান, সহ শিক্ষক ফারুক মল্লিক, কাজী আব্দুর রউফ শেখ, আজহার আলী, বিপ্লব বিশ্বাস, দিলীপ দাস, শরিফুল ইসলাম, অরুণ দত্ত প্রমুখ । সহ শিক্ষক সিয়ামত আলি বলেন, 'ভালো মানুষ হতে গেলে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বিশ্ব নবীর জীবন আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।' প্রিয় নবী প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আদর্শ, আদর্শ সমাজ গড়তে প্রিয় নবীর দেখানো পথে আমাদের চলা উচিত ।' খোশদেলপুর হাই মাদ্রাসার কথা তুলে ধরে সিয়ামত আলি বলেন, 'আমাদের মাদ্রাসা হল সম্প্রীতির পীঠস্থান। মাদ্রাসায় সর্ব ধর্মের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মেলবন্ধন বৈচিত্র্যময় ।'

১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেও হয়নি বদুয়ার রাস্তা, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

রঙ্গিলা খাতুন ● বড়ঞা

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল রাস্তার কারণে এক বছর আগে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের আন্দোলের ফলে বড়ঞার বদুয়া গ্রামে রাস্তা তৈরির জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। এরপর শুরুও হয়েছিল রাস্তা সংস্কারের কাজ। কিন্তু রাস্তা তৈরির সময় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় বন্ধ হয়ে যায় কাজ । পরে আর রাস্তার কাজ শুরুই হয়নি যার ফলে সমসয়ায় পড়েছেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার অন্তর্গত খোরজুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বধুয়া গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। গ্রামবাসীর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাস্তা পরিদর্শনে এলেন ব্লকের আধিকারিক। বর্তমানে রাস্তার উপর পড়ে থাকা মোটা মোটা পাথর পড়ে থকায় প্রায় দিন ঘটে চলেছে দুর্ঘটনা। বিষয়টি নিয়ে ফের আন্দোলন শুরু করলো এলাকার বাসিন্দারা। যদিও বড়ঞার ব্লকের বিডিও পক্ষ থেকে ফের রাস্তা সংস্কার জন্য পরিদর্শনে এসে জানিয়েছেন, আমরা ওই রাস্তাটি নতুন ভাবে তৈরি করার জন্য ইতিমধ্যে জেলা পরিষদকে জানিয়েছি । মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাস্তা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা। কিছু সমস্যার জন্য কাজ বন্ধ ছিল তবে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত বড়ঞা ব্লকের খোরজুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বদুয়া গ্রাম। এই গ্রামে ৬টি গ্রাম প্রায় দশ হাজার লোকের বসবাস করে যার প্রাণকেন্দ্র বদুয়া।

বেহাল রাস্তার সমস্যায় করে চরম সমস্যায় দিন অতিবাহিত করছেন এলাকার আট দশটি গ্রামের বাসিন্দারা। একটাই দাবি দ্রুত সমস্যার সমাধান হোক ।

একটি গ্রামেই ২২ জন ভুয়ো চাষিকে শস্য বিমা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শস্য বিমায় ব্যাপক বেনিয়ম, ছাতনায় একটি গ্রামেই ২২ জন ভুয়ো কৃষককে শস্য বিমা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ । নিজস্ব জমি না থাকা সত্বেও ২২ জনকে ভুয়ো কৃষক হিসাবে দেখিয়ে শস্য বিমা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। অন্যদিকে গ্রামের প্রকৃত কৃষকদের জমির পরিমাণ কমিয়ে তাঁদের নামমাত্র শস্য বিমা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের হাউসিবাদ গ্রামের এই ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে কৃষি দফতর। অভিযোগ পাওয়ার পরই শুরু হয়েছে তদন্ত।

গত কয়েকবছর ধরে এ রাজ্যের কৃষকরা খারিফ ও রবি মরসুমে নিজেদের শস্য বিমা করার সুযোগ পাচ্ছেন। দুটি মরসুমে পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের চাষযোগ্য জমির বিবরণ সহ শস্য বিমা করার জন্য ব্লক স্তরের কৃষি দফতরে আবেদন জানান কৃষকরা। সেই আবেদনের তথ্য যাচাই করে কৃষি দফতর তা পাঠিয়ে দেয় বিমা সংস্থার কাছে । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই রাজ্য সরকার বিমার প্রিমিয়াম জমা করে সংশ্লিষ্ট বিমা সংস্থায়। আবহাওয়া বা অন্য কোনো কারণে ফসল হানি হলে সরাসরি বিমা সংস্থা কৃষকের

ব্যাঙ্ক একাউন্টে বিমার টাকা জমা করে। চলতি বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বাঁকুড়ার ছাতনায় মার খেয়েছে খারিফ মরসুমের আমন চাষ। বৃষ্টির অভাবে বহু জমিতে ধান রোপণের কাজই করতে পারেননি ওই ব্লকের কৃষকরা। সেই কারনে সম্প্রতি বিমা সংস্থার তরফে ছাতনা ব্লকের কৃষকদের শস্য বিমার টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। আর তার শুরুতেই বড়সড় বেনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। ছাতনা ব্লকের হাউসিবাদ গ্রামের কৃষকদের একাংশের অভিযোগ গ্রামের প্রকৃত কৃষকরা যে পরিমাণ জমির তথ্য আবেদনের সঙ্গে জমা দিয়েছিলেন তা ইচ্ছাকৃত ভাবে কমিয়ে দিয়েছে কৃষিদফতর। ফলে বিমার নামমাত্র টাকা পেয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে গ্রামের যে সমস্ত কৃষকদের নিজস্ব জমি নেই তাঁদের একাউন্টে মোটা মোটা অঙ্কের বিমার টাকা ঢুকছে। গ্রামবাসীদের দাবী যাদের জমি নেই তাদের আবেদনে হয় অন্যের জমি অথবা ভুয়ো জমির তথ্য দিয়ে বিমার মোটা অঙ্কের টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবী শুধু একটি গ্রামেই ২২ জনকে ভুয়ো কৃষক হিসাবে দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেওয়া হলে গোটা ছাতনা ব্লকে দুর্নীতির বহর কতটা তা আন্দাজ করাই মুশকিল। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্থানীয় বিডিও, জেলা শাসক এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এরপরও ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামীতে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা যাদের ভুয়ো কৃষক বলে দাবী করেছেন তাদের কারো সাফাই তিনি ভাগচাষি আবার কারো সাফাই সবটাই চক্রান্ত। অভিযোগ পেতেই কৃষি দফতর তদন্ত শুরু করেছে। কৃষি দফতরের যুক্তি যাদের ভুয়ো কৃষক বলা হচ্ছে তারা কেউই ভুয়ো কৃষক নয়। তাদের কারো নিজস্ব জমি রয়েছে, কেউ ভাগচাষি। ভাগচাষিরা পঞ্চায়েতের কাছ থেকে সংশাপত্র সংগ্রহ করে তা বিমার আবেদনের সাথে যুক্ত করেছিলেন। এরপরও যদি কোনো গন্ডগোল হয়ে থাকে তাহলে তার দায় বিমা সংস্থার। একই দাবি ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরও।

হাইকোর্টের অনুমতি, তবু পুলিশ গ্রামে ঢুকতে বাধা দিয়েছে: সুজন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জয়নগরের দলুয়াখাকি গ্রাম ।গ্রামের মহিলারা বাড়ি ফিরেছে। বৃহস্পতিবার দলুয়াখাকি গ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছালেন বাম প্রতিনিধি দল।একই দলে ছিলেন বর্ষিয়ান সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলী শ্রমিক লাহিড়ী ও সায়ন ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার পুনরায় গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করে সিপিএমের প্রতিনিধি দল। গ্রামে ঢোকার আগে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয় বাম নেতারা। এরপর পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে তারা। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশের পক্ষ থেকে শর্ত সাপেক্ষে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৫ জন সদস্যদের নিয়ে গ্রামে ঢুকে সুজন চক্রবর্তী ও কান্তি গাঙ্গুলী।

গ্রামে ঢুকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন বাম নেতারা। কেমন অবস্থায় রয়েছে গ্রামের মহিলারা সে বিষয়ক খতিয়ে দেখেন বাম নেতারা। এলাকা পরিদর্শনের পর কার্যত সংবাদ মাধ্যমের সামনে ক্ষোপ উগরে দেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি জানান, পুলিশ আমাদেরকে

গ্রামে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। মানুষের পাশে থাকতেও বাধা দিচ্ছে কেন আমাদের কাছে হাইকোর্টের অনুমতি রয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই গ্রামে এসেছি। অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি আমরা। তিনি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন ,এই এলাকায় ঢোকার জন্য তৃণমূল বিজেপি জন্য আলাদা নিয়ম আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জন্য আলাদা নিয়ম এটা হতে পারে না। আমরা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই যাচ্ছি। প্রসঙ্গত জয়নগরের তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জয়নগরের বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি গ্রাম । গ্রামে একের পর এক বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এর মতন ঘটনা ঘটে। প্রাণভয়ে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্ব আশ্রয় নেয় গ্রামের মহিলারা। এরপর পুলিশি সহযোগিতায় ধীরে ধীরে গ্রামে ফিরছে গ্রামের মহিলারা ও গ্রামের বৃদ্ধরা। বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ওই এলাকার আসাকে কেন্দ্র করে পুলিশি করা নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ওই এলাকায়।

মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশে রদবদল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ১১ জন সাব-ইন্সপেক্টরকে বদলি করা হলো। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এইকথা জানিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ। পাঁচটি থানার ওসি সহ মোট ১১ জনকে বদলি করা হয়েছে। দৌলতাবাদ থানার ওসি দেবাশীষ ঘোষকে ভগবানগোলা থানার ওসি এবং ভগবানগোলা থানার ওসি দীপক হালদারকে দৌলতাবাদ থানার ওসি করা হয়েছে। সালার থানায় অনিমেষ মুখার্জির বদলে ওসি করা হয়েছে কাওসার হোসেন মন্ডলকে। রেজিনগরের ওসি মোঃ খুরশেদ আলমকে মুর্শিদাবাদ থানায় পাঠানো হয়েছে, খড়গ্রাম থানার ওসি সৌম্য দে কে রেজিনগর থানার ওসি করা হয়েছে, বহরমপুর টাউনবাবু সুরজিৎ হালদারকে খড়গ্রাম থানার ওসি করা হয়েছে। কান্দি থানা থেকে বহরমপুর টাউনবাবুর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুদীপ চক্রবর্তীকে। খাগড়া ফাঁড়ির আইসি বিশ্বজিৎ হালদারকে কান্দি থানায় পাঠানো হয়েছে, দৌলতাবাদ থানার উদয় ঘোষকে খাগড়া ফাঁড়ির আইসি করা হয়েছে। শক্তিপুর থানার সৌগত দাসকে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপে পাঠানো হয়েছে। রুটিন বদলিতে ১১ জন সাব-ইন্সপেক্টর কে বদলি করা হল বৃহস্পতিবার।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাড়ি নির্মাণের কাজে পুকুরে পাম্প লাগাতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো সুকান্ত দাস নামের এক যুবকের। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের পাতিহাল নস্করদীঘির এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ওই যুবক পড়ে যান পুকুরে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে জগৎবল্লভপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ ওই যুবক ইলেকট্রিক পাম্পের মোটর চালাতে যান। সেখানে তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে অচৈতন্য হয়ে পুকুরে পড়ে যান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডিরেক্টর অব ফিশারিজকে স্মারকলিপি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডিরেক্টর অব ফিশারিজ এর কাছে স্মারকলিপি তুলে দেয়া হলো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে। মূলত হারিয়ে যাওয়া মাছ ফেরানো, নদী পাড়ে সচেতনতা অভিযান শুরু করা, মৎস্যজীবীদের অধিকার সুনিশ্চিত করা,নদী ও মাছ ভিত্তিক উৎসব করা ইত্যাদি প্রায় ৮ টি দাবি সম্পর্কিত স্মারকলিপি ডিরেক্টর অব ফিশারিজ অভিজিত সরকার এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, দিশারী সংকল্পের পক্ষে সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সদস্য সঙ্গীত কুমার দেব, বিজন সরকার, সনাতন প্রামাণিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর, ফিশারিজ(গৌরবঙ্গ) কিশোর ধাড়া। এবিষয়ে সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল জানান, আত্রেয়ী ও অন্য নদীকে ঘিরে ভালোবাসা তৈরি করতে আমাদের ধারবাহিক কর্মসূচি চলছে ও চলবে। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (ফিশারিজ) জানিয়েছেন, 'ভালো উদ্যোগ। নদী পাড়ে একটা আলোচনা সভা দিয়ে সচেতন করা দিয়ে শুরু হোক। পরবর্তীতে একে একে চেষ্টা করা হবে।'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ডোমকলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার ২ মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডোমকলের গড়াইমারী বাজার এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২টি দেশী পাইপগান , ৩ রাউন্ড গুলি এবং গোলাবারুদ। তারপরেই তাদের গ্রেফতার করে ডোমকল থানার পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি ডোমকল থানার অধীনে বলে জানা যায় । তবে কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল তাই নিয়ে তদন্তে ডোমকল থানার পুলিশ।

বোলপুরে ভুয়ো ডাক্তার পুলিশের জালে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: কোনরকম ডিগ্রি ছাড়াই বোলপুর শহর প্রাণকেন্দ্রে বিচিত্রা সিনেমা হলের পিছনে মোহর আবাসনে চলছে ভুয়ো ডাক্তারের তরফ থেকে চিকিৎসা এমনটাই অভিযোগ,একের পর এক রোগী আসছে এবং ওই ডাক্তারের তরফে চলছে চিকিৎসা, উচ্চ মাধ্যমিক পাস নিয়েই চলছে এই সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ড বলেও খবর। বোলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে চেম্বারের পেছন দিক থেকে পালানোর চেষ্টা করে ওই ভুয়ো ডাক্তার, পরে তাকে আটক করে পুলিশ। বোলপুর থানার অন্তর্গত বোলপুরের বিচিত্রা সিনেমা হলের পিছনে মোহর আবাসনের নীচে রুম ভাড়া করে চলছে ভুয়ো ডাক্তারের তরফে চিকিৎসা এমনটাই অভিযোগ। এই ডাক্তারকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছে 'বোলপুর স্কান পয়েন্ট' এর কর্মকর্তারা এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীদের।

যিনি ডাক্তার বলে নিজেকে পরিচয় দিচ্ছেন তার যোগ্যতা নাকি উচ্চ মাধ্যমিক পাস। ওই চিকিৎসকের নাম জীবন কুমার মাঝি। তিনি কার্যত চেম্বার খুলে প্রেসক্রিপশন ছাপিয়ে সেখানেই লিখছেন রোগীদের প্রয়োজন মত ওষুধ। এমনকি তিনি নাকি অপারেশন করার জন্য রেফার ও করেন এমনটাই জানাচ্ছেন ওই ভুয়ো ডাক্তার। এমনকি তিনি নাকি নিজের চেম্বার থেকে ওষুধও বিক্রি করছেন এমনটাই দেখা যাচ্ছে। এই ভুয়ো ডাক্তারকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছেন বোলপুর স্ক্যান পয়েন্টের কর্মকর্তারা।

পরে এই ঘটনার খবর বোলপুর থানার পুলিশ জানতে পারলে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ দেখেই চেম্বারের পেছন দিক থেকে পালানোর চেষ্টা করে ওই ভুয়ো ডাক্তার পরে তাকে বোলপুর থানার পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়।

প্রথম নজর

ঘুমিয়ে গেটম্যান, ট্রেন চালকের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: লোকাল ট্রেন চালকের তৎপরতায় অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেল দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা শাখার বড়গাছিয়ায়। লাইনের উপর দাঁড়িয়ে ট্রেন,সামনে দিয়ে চলাচল করছেন সকলে! কারণ রেলগেটই পড়েনি! রেল গেট খুলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন গেটম্যান।শেষে ট্রেন থেকে নেমে এসে গেটম্যানকে তুললেন লোকাল ট্রেন চালক!ঘটনাটি বুধবার রাতে আমতা থেকে হাওড়া আসার ট্রেন বড়গাছিয়া স্টেশনে ঢোকার মুখেই জগৎবল্লভপুর বড়গাছিয়া রোডের ওপর লেভেল ক্রসিং খোলা থাকায় সাধারণ মানুষ যাতায়াত করছিলেন। সেই সময় চলে আসে লোকাল ট্রেন। কিন্তু রেল গেটের গেট আর পড়েনি। লোকাল ট্রেনের চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত রক্ষা পাওয়া যায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরেও গেটম্যানকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আচমকা এই ঘটনার স্বাভাবিক ভাবে আতঙ্কও ছড়ায়! ট্রেন চালকের সতর্কতার জন্যই বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ ২৯৯৪জন

নকীব উদ্দিন গাজী ● আলিপুর

আপনজন: ১৭ বছর পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রাথমিক প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগপত্র পেতে চলেছেন ২৯৯৪ জন শিক্ষক। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অজিত নায়েক। তিনি বলেন, গত ৪ ঠা সেপ্টেম্বর প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। জেলায় মোট ৩৮৭৪ জন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকেরা আবেদন করেন। পরে খবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদেরকে নির্বাচন করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ ছিল ৩০১৫ টি এর মধ্যে ২৯৯৪ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পত্র পেতে চলেছেন।

বাকি ২১ টি শূন্যপদের জন্য ৩ টি সার্কেল থেকে কোন আবেদন পাওয়া যায়নি এরমধ্যে হিন্দি মাধ্যম ও একটি উর্দু মাধ্যম স্কুল রয়েছে। তিনি আরো বলেন সারা বাংলার পাশাপাশি স্বাধীনতার পর এই প্রথম এত সংখ্যক প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হতে চলেছে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে চলেছে বলেও তিনি জানান। প্রধান শিক্ষকদের নিয়োগ পত্র অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। নিজেদের নিয়োগপত্র পাওয়ার খবরে বেজায় খুশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নব নিযুক্ত প্রধান শিক্ষকেরা।

কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে জিএম এলেন বালুরঘাট স্টেশনে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সিক এবং পিট লাইন কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বালুরঘাট রেল স্টেশন পরিদর্শনে আসলেন উত্তর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব।

পাশাপাশি, বালুরঘাট রেল স্টেশন কে কেন্দ্র করে চলা অন্যান্য কাজেরও অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন জেনারেল ম্যানেজার। এদিনের এই পরিদর্শনে উত্তর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার সহ অন্যান্য আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ার।

জানাগেছে, আগামী বছরে বালুরঘাট স্টেশন থেকে একটি অতিরিক্ত ট্রেন (বালুরঘাট-শিয়ালদা ট্রেন) পথচলা শুরু করবে। পাশাপাশি আরও ৩ টি ট্রেন চলার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন বছরের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এই ট্রেন গুলি পথচলা শুরু করবে। চলন্ত সিঁড়ি থেকে শুরু করে একাধিক কাজ হবে

বালুরঘাট স্টেশনে। সেই সম্পর্কিত কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় বালুরঘাট স্টেশনকে নতুন ভাবে সাজানোর কাজ চলছে।

এবিষয়ে উত্তর পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব জানান, 'বালুরঘাটে রেলের উন্নয়নমূলক একাধিক কাজ চলছে। আজ সিক এবং পিট লাইন, স্টেশনের রানিং রুম সহ অন্যান্য কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলাম। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সব কাজ শেষ হবে। সিক ও পিট লাইনের কাজ শেষ হওয়ার পর বাকি ট্রেন চলাচল করবে।'

পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টের উল্টোদিকে চলছে বেআইনিভাবে নয়ানজুলি ভরাট

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টের একদম উলটো দিকেই চলছে বেআইনিভাবে নয়ানজুলী ভরাট। প্রশ্ন উঠছে কি করে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারির পরেও বন্ধ হয়নি বেআইনিভাবে সরকারি জায়গা দখল, জলাশয় এবং নয়ানজুলী ভরাট। তাহলে কি শর্ষের মধ্যেই রয়েছে ভূত। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা সাধারণ মানুষেরা প্রশ্ন তুলছেন পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির রেলস্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকার ঘটনা।

জানা গেছে, এবার খোদ পুলিশের নাকা চেক পোস্ট এর উল্টো পাশে দিনে দুপুরে চলছে, সরকারি জায়গার জলাশয় ভরাট। কিন্তু নিরব পুলিশ প্রশাসন। পুলিশ প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার দপ্তরের নাকের ডগায় বেআইনি ভাবে এখনো ধূপগুড়ি শহরে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা জলাভূমি দখল করে চলছে দিনে এবং রাতে ভরাট করার কাজ। যার কারণে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাসিন্দা বরুন কর বলেন, এটা একটা ডোবা ছিলো যার মধ্যে জল ছিল দু'দিন আগেও। কে বা কাহারা রাতের অন্ধকারে ভরাট করলো জানি না। ডোবাটি পুরোপুরি

বেআইনি ভাবে ভরাট করা হয়েছে। এখানকার কার্লভার্ট টাও ভরাট করা হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকেই ধূপগুড়ি শহরে জমি মাফিয়াদের র‍্যাকেট সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্রশাসনের আমলাদের একাংশে মদদে সরকারি জায়গা প্রথমে দখল তারপর টিনের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওওয়া এবং তার আড়ালে সেই জলাভূমি, নয়নজুলী, ডোবা ভরাট করে বিক্রি করে দেওয়ার কাজ করছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকারি জায়গার পেছনে থাকা জমি কম দামে কিনে মার্সেল পাওয়ার ও টাকার জোরে সরকারি জায়গা দখল করে গোটাটা চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছে।

মূলত জমি মাফিয়ারা প্রথমে সরকারি জায়গার পিছনে থাকা জমিগুলোকে কম দামে কিনছে, তারপর সরকারি জমি, জলাশয় ও নয়নজুলী গুলি ভরাট করে চড়া দামে বিক্রি করে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি গামী জাতীয় সড়কের পাশে থাকা নয়ানজুলী ও জলাভূমি দিনে দুপুরে এবং রাতের বেলা বালি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হচ্ছে। স্টেশন মোট সংলগ্ন এলাকার এমনই ছবি ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। প্রশ্নে উঠছে পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টের ঠিক উল্টোপাশে সরকারি জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি যে পুলিশের গাড়ি নিয়মিতভাবে ওই জলাভূমির পাশে এসেই দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের সামনেই চলছে ভরাট প্রক্রিয়া? বিরোধীদের অভিযোগ শাসক দলের নেতাদের মদদেই এবং প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশের যোগসাজশে চলে এই কাজ, তাই কেউই প্রতিবাদ করার সাহস পায়না। কারণ পেছনে রয়েছে জমি মাফিয়া এবং প্রশাসনের একাংশের যোগ। প্রকাশ্য অভিযোগ জানালে হামলার মুখে অথবা হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে।

এর আগেও ধূপগুড়ি স্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকায় একইভাবে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা ডোবা টিনের একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে তা দখল করা হয়েছিলো।এমনকি জলাভূমি ভরাট করার প্রক্রিয়া চলছিলো। সংবাদমাধ্যমে সেই খবর সম্প্রচার হওয়ার পর প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আটকে দেওয়া হয় বেআইনিভাবে দখল। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে মামলাও করা হয়। কিন্তু তার কিছুদিন যেতে না যেতেই ফের ধূপগুড়ি শহরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে জমি মাফিয়ারা।অবিলম্বে জলাশয় ভরাট বন্ধ না করলে গ্রীন ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হওয়ার হুমকি দিয়েছে পরিবেশপ্রেমীরা। পরিবেশ প্রেমী সংগঠন ন্যাসের কর্মকর্তা নফসর আলী অভিযোগ তুলেছে, শর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে তাই প্রকাশ্যে চলছে এভাবে চলছে নয়াজুলি জলাভূমি ভরাটের কাজ।

বিভিন্ন দাবিতে বৌবাজারে এপিডিআর-এর বিক্ষোভ সমাবেশ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: এপিডিআর এর বিক্ষোভ অবস্থান অনুষ্ঠিত হল বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড়ে। দণ্ড সংহিতা বিল এর বিরোধিতা সহ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বি এস এফ এর অত্যাচার বন্ধ, গঙ্গা ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থদের পূর্নবাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে, উন্নয়নের নামে উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে পুরুলিয়া, ফারাক্কা সহ রাজ্যের জল জঙ্গল জমি দখল করে আদিবাসী, শ্রমজীবী মানুষের উচ্ছেদের বিরোধীতায়, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউ এ পি এ এবং এন আই এ বাতিলের দাবিতে এই বিক্ষোভ অবস্থান সংগঠিত হয়েছে। এপিডিআর তরফে এই বিক্ষোভ অবস্থানে বন্ধু সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন পিডিএসএফ, শ্রমজীবী নারী মঞ্চ, গণ অধিকার মঞ্চের সাথীরা। চলে সারাদিনব্যাপী গণ সংঙ্গীত, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। রাণাঘাট সৃজক এর পক্ষ থেকে

উপস্থাপিত হয় নাটক 'কসাই'। অন্যান্য বক্তাদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রান্তিক শাখাগুলির সদস্যরা। বিএসএফ এর অত্যাচার ও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পূনর্বাসন এর দাবিতে বক্তব্য রাখেন তাঁরা। এপিডিআর এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অরিজিৎ গাঙ্গুলী, চৈতালী দাস, শাহানারা খাতুন, শঙ্কর দাস, মৌতুলি নাগ সরকার , জয়শ্রী পাল, সোমনাথ বসু, সঞ্জীব আচার্য্য, আলতাফ আমেদ, রাহুল চক্রবর্তী প্রমুখ।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শুর বলেন, "নাগরিকদের অপরাধী বানানোর জন্য যে আইন প্রণয়ন করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রয়োগ আমাদের রাজ্যে শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরেই। মানুষের জীবনকে কর্পোরেটদের কাছে চড়া দামে বিক্রি করতে যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামানো হচ্ছে, বন্দী করা হচ্ছে গণ আন্দোলনের কর্মী সহ রাজনৈতিক কর্মীদের তার বিরুদ্ধে আজকের এই বিক্ষোভ সভা সফল করেছেন সাধারণ মানুষ।

শান্তিপুরে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই প্লাস্টিক কারখানা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার শান্তিপুরে বৃহস্পতিবার ভোররাতে প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনা ঘটল। আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় গোটা কারখানা।

ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন,ভোররাত থেকে সকাল হয়ে যায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে। যদিও লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি বলে দাবি শ্রমিকদের।ঘটনাটি এদিন নদীয়ার শান্তিপুর শহরের এক নম্বর ওয়ার্ড পাওয়ার হাউস সংলগ্ন বিবাদীনগর এলাকার। জানা যায় ওই প্লাস্টিক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা রাতে কারখানার গোডাউনে তালা মেরে চলে যান, বাসিন্দারা ফোন করে খবর দেয় তাদের গোডাউন সহ কারখানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। যদিও আগুনের তীব্রতা অতিরিক্ত ছড়িয়ে পড়ায় পুড়ে ছারখার হয়ে যায় গোটা কারখানা সহ একটি গোডাউন, এছাড়াও বেশ কয়েকটি জীবন্ত গাছ পুরোপুরি পুরে যায়।স্থানীয়দের দাবি, আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল আশেপাশের বাড়ি ঘরেও আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখে একপ্রকার আতঙ্কেই ছিল স্থানীয়রা। খবর পেতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অগ্নি নির্বাপন দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন। এরপর প্রায় তিন ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। কর্মরত শ্রমিকদের দাবি, ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তবে এই ভয়াবহ আগুন কিভাবে লাগলো তা অজানা দমকল আধিকারিক থেকে শুরু করে কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের কাছে।

অন্যদিকে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তদন্তে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

প্রেমিকাকে গুলি করে খুন করে আত্মঘাতী প্রেমিক

বাবলু প্রমাণিক ● বারুইপুর

আপনজন: প্রেমিকাকে গুলি করে খুন করে আত্মঘাতী হলেন প্রেমিক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়। মৃতদের নাম উত্তম মন্ডল (৪৮) ও অপর্ণা মন্ডল (৪২)।

বুধবার রাতে ভাড়া ঘর থেকে পচা গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা বারুইপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে। উত্তমের হাত থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল। পুলিশের অনুমান মঙ্গলবার রাতেই এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বিগত ছয় মাস ধরে এই বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় দেবেন নস্করের বাড়িতে স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ভাড়া থাকছিলেন উত্তম ও অপর্না। উত্তমের বাড়ি উস্তি থানার রসা এলাকায়। পেশায় ট্রাকচালক উত্তমের স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে।

সুন্দরবনে বাঘ শুমারির কাজ শুরু হবে শীঘ্রই

মাফরুজা খাতুন ● সুন্দরবন

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন বিভাগের অধীনস্থ সুন্দরবন জঙ্গলে বাঘ শুমারির কাজ শুরু হবে আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে।তার আগেই জঙ্গলে কিভাবে ক্যামেরা বসানো হবে তার জন্য সজনেখালিতে বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণ হয়। প্রশিক্ষণের জন্য ৫০ জন বনকর্মী অংশ গ্রহণ করেছিলেন আগামী ২৭ নভেম্বর থেকে বাঘ গণনার জন্য সুন্দরবন জঙ্গলে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হবে।৭৩২ টি পয়েন্টে ১৪৬৪ টি ক্যামেরা বসানো হবে বলে জানা গিয়েছে।ক্যামেরা গুলো ৩৫ দিন সেখানে থাকবে এবং বাঘ এর ছবি তুলবে।

উল্লেখ্য প্রথম ধাপে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগের কিছু এলাকা সহ সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এবং দ্বিতীয় ধাপে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগের অবশিষ্ট অঞ্চলে ক্যামেরা বসানো হবে।

পর্যাপ্ত শৌচাগার ব্যবহার করা নিয়ে সচেতনতা সভা জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● চুঁচুড়া

আপনজন: রাস্তাঘাটে বেরিয়ে অনেক সময়ই বিপদে পড়তে হয় মানুষজনকে। শৌচাগারের অভাবে মানুষ যাতে অস্বস্তিতে না পড়ে এবার সে ব্যাপারে নজর দিচ্ছে হুগলি জেলা প্রশাসন। গত ১৯ নভেম্বর ছিল 'বিশ্ব টয়লেট দিবস'। সেই উপলক্ষে হুগলি জেলা প্রশাসন সম্প্রতি পালন করল বিশ্ব শৌচালয় সপ্তাহ, চুঁচুড়া মগরা ব্লকে। এই উপলক্ষে জেলার মানুষকে সচেতন করতে চালু করা হল একটি ট্যাবলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সহ মহকুমা শামক (সদর) স্মিতী শুক্লা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের সমানে শৌচালয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পুজো মরশুমে মানুষ বেশি মাত্রায় রাস্তায় বের হয়। যাতে মানুষ অসুবিধা না হয় সে কথা মাথায় রেখে চন্দননগরে প্রচুর সবুজ শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বহু পুজো কমিটির মণ্ডপের নিকটবর্তী নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হযেচে এই সবুজ শৌচাগারগুলি। ঠিক বকেইভাবে বিভিন্ন পুজো মরশুমে আরও বেশি করে সবুজ শৌচাগার বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে।

তারকেশ্বর যাত্রীদের যাত্রাপথে আগামী দিনে এ রকম ব্যবস্থা আরও বেশি করে ভাবা হবে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। অনুষ্ঠানে বাড়ি নির্মাণের সাথে সাথে সঠিক শৌচাগার নির্মাণের উপযোগিতা আলোচনার পাশাপাশি পঞ্চাশজন স্বত্বভোগীর হাতে অধিকার দানপত্র তুলে দেওয়া হয়।

থমকে গেল তৃণমূল ব্লক সভাপতি নির্বাচন

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: নলহাটি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি কে হবেন এটার পাশাপাশি দলের মধ্যে সংগঠন কাদের হাতে থাকবে এটাই নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে টানা পোড়ন। কথা ছিল চলতি নভেম্বর মাসের গত কুড়ি তারিখ প্রত্যেক ব্লক তৃণমূল সভাপতির নাম প্রকাশিত হবে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ায় ব্লক সভাপতির নাম চূড়ান্ত হয়েও তা থমকে আছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে । এদিকে ২৩ তারিখ কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডেকেছেন দলীয় নেতৃত্বকে। সেখানে তিনি কিছু বার্তাও দিয়েছেন। সবাইকে এক সঙ্গে যেতে হবে। কে ব্লক সভাপতি হল সেটা বড় কথা নয়। এক সাথে কাজ করতে হবে দলের হয়ে। কিন্তু আগের মতো কমিটি থাকবে না ব্লক সভাপতি থাকবে এটাকে নিয়ে চলছে টানাপোড়ান। যদিও নলহাটি দু'নম্বর ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তথা আর্য মহা সভা গঠনের নেতা বিভাস অধিকারী মনে করেন তৃণমূলকে দিশা দেখিয়ে সংগঠনকে সংগঠিত করতে পারে এক জন স্থায়ী ব্লক সভাপতি। তাই তিনি এক জন ব্লক সভাপতি থাকার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। অন্যদিকে তৃণমূলের নেতারা সব জেনেও চুপচাপ বসে আছেন। এখন দেখার অপেক্ষা, কবে সেই রাজ্য থেকে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ পায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খন্ডঘোষের পুর্বচক গ্রামের একটি মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ে তিনজন চাপা পড়ে যাওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে যারা চাপা পড়ছেন তারা তিনজনই মহিলা। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে খন্ডঘোষ, রায়না ও সেহারাবাজার ফাঁড়ির পুলিশ। জেসিবি মেশিন দিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন গোটা গ্রামের মানুষও।প্রায় ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় শেষমেষ তিনজন মহিলা কে উদ্ধার করে দ্রুততার সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠানো হলে তাদের মধ্যে জুলেখা বেগম (৩৩) এর মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে বাড়ির মালিকের নাম শেখ হবিবর ইসলাম। আহতরা হলেন প্রতিবেশী মধুরানী বেগম (৩৮) এবং সাবানা বেগম (২৮)। তাঁরা মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর বর্ধমান থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এস ডি পি ও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে খন্ডঘোষ ও সি সুব্রত বেরা ,রায়না ও সি সৈকত মন্ডল , সেহারা আউট পোস্টের ও সি প্রীতম বিশ্বাস উপস্থিত হয়ে নিজেরা হাত লাগান । গ্রামবাসীদের সঙ্গে খন্ডঘোষের মেজবাবু সাকবির আহমেদ যে ভাবে হাত লাগিয়ে উদ্ধার কার্যে হাত লাগান যা খুবই প্রশংসিত হয় । মেজবাবু সকবির বলেন আমি পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ ।এই দৃশ্য চোখে দেখে সহ্য করা যায়না । গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গেছে, মাটির দোতলা বাড়িটির মেরামতের কাজ চলছিল। মাটির মেঝে খুঁড়ে দেওয়ালে লোহার রড ঢোকানোর কাজ চলছিল। নিচ থেকে দোতলায় বেশ কিছু সামগ্রী, আসবাব উপরে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির বড় বৌমা জুলেখা বেগম একটি আলমারি সরাতে যাওয়ার সময়ই আচমকা উপরের দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে পড়ে আলমারি টির ওপর। এইসময় আরো দুই প্রতিবেশী মহিলা সেখানে ছিলেন। তিনজনই দেওয়াল চাপা পড়ে যায়।বাড়িটির কিছুটা অংশ পাশেই পুকুরের দিকেও ভেঙে পড়ে। আওয়াজ শুনে দ্রুত প্রতিবেশীরা ছুটে এসে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় পুলিশ কে। এরপরই একটি জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করে পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় চাপা পড়া তিনজন মহিলাকেই উদ্ধার করে দ্রুততার সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যালে চিকিৎসার জন্য পাঠায় পুলিশ।

স্মার্ট মিটার বাতিল করতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: তমলুকের জেলা রিজিওনাল ম্যানেজার এর দপ্তরে ডেপুটেশান দিল অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন। স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে, তমলুকের রিজিওনাল অফিসার বলেন এখনই আমরা জেলায় স্মার্ট মিটার চালু করছি না, আপনাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া গুলো রাজ্য নেতৃত্বের কাছে এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন এর দপ্তরের কাছে আমরা পাঠাচ্ছে বলে আশ্বাস দেন।ডেপুটেশান এর নেতৃত্বে ছিলেন জেলা-সভাপতি জয়মোহন পাল,নারায়ণ প্রামাণিক,শংকর মালাকার,প্রদীপ দাস,নারায়ণ নায়েক এবং প্রণব মাইতি সহ অনেকেই।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে হিংসার তদন্ত করবে ফিফা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মারাকানায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ শুরুর আগে সংঘাতের ঘটনা তদন্ত করবে ফিফা। এতে ব্রাজিলের দায় প্রমাণিত হলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দলটির পয়েন্ট কর্তন, আর্থিক জরিমানা অথবা ফাঁকা গ্যালারির সামনে খেলার শাস্তি হতে পারে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'র খবরে এ কথা জানানো হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, সংঘাতের ঘটনায় ব্রাজিলের পুলিশ ও স্থানীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করে বিবৃতি দিয়েছে। আর ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো 'ফুটবলে সহিংসতার স্থান নেই' উল্লেখ করে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।
গত মঙ্গলবার রাতে মারাকানায় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ শুরুর আগে গ্যালারির দক্ষিণ অংশে দুই দলের সমর্থকেরা বিবাদে জড়ান। পরে পুলিশ এসে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জ করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, যা থামাতে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল দুই দলের খেলোয়াড়েরাই গ্যালারির দিকে ছুটে যান। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত হন। ম্যাচও শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধা ঘণ্টা পর। ম্যাচে নিকোলাস ওতামেন্দির গোলে ১-০ ব্যবধানে জেতে আর্জেন্টিনা। গ্লোবোর খবরে বলা হয়, ফিফা ডিসিপ্লিনারি কমিটি মারাকানার ঘটনা তদন্ত করবে।
ফিফা ডিসিপ্লিনারি কোডের ধারা-১৭ অনুসারে, ম্যাচের পূর্বে, ম্যাচের সময় এবং ম্যাচের পরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব একান্তই আয়োজক ক্লাব বা ফেডারেশনের। এ ক্ষেত্রে ম্যাচে নিরাপত্তা নিশ্চিতের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ছিল সিবিএফের (কনফেডারেশন অব ব্রাজিল ফুটবল)। ফিফা ডিসিপ্লিনারি কোড ভঙ্গের শাস্তি হতে পারে আর্থিক জরিমানা, একটি বা দুটি ম্যাচ ফাঁকা মাঠে খেলা (অথবা সীমিতসংখ্যক দর্শক নিয়ে), সংশ্লিষ্ট স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা, নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ম্যাচ খেলায় বাধ্যবাধকতা, পয়েন্ট কাটা যাওয়া অথবা প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কারের মধ্যে যেকোনোটি। ডিসিপ্লিনারি কমিটির সিদ্ধান্ত জানানোর নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। ব্রাজিল ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইয়ে পরবর্তী ম্যাচ খেলবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে। সামনের মার্চ ও জুনে যে ফিফা উইন্ডো আছে, সেটিতে প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এদিকে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচের মারামারির ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো। এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় ফিফাপ্রধান লিখেছেন, 'ফুটবলে মাঠে বা মাঠের বাইরে সহিংসতার কোনো স্থান নেই। মারাকানা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচে যা দেখা গেছে, আমাদের খেলা বা সমাজে এর জায়গা নেই।' দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল কর্তৃপক্ষ কনমেবলও মারাকানার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে। তবে বিশ্বকাপ বাছাই ফিফার ইভেন্ট বলে মারাকানার ঘটনায় নিজেদের সংশ্লিষ্টতা নেই বলেও উল্লেখ করেছে কনমেবল।
এদিকে সংঘাতের ঘটনায় একে অপরকে দোষারাপ করেছে ব্রাজিলের পুলিশ ও ফুটবল কর্তৃপক্ষ। রিওর পুলিশ এক বিবৃতিতে মারাকানার ঘটনাকে 'দুঃখজনক' আখ্যায়িত করে জানিয়েছে, ব্রাজিলের ফুটবল কর্তৃপক্ষ মিক্সড সিটিং (উভয় দলের সমর্থকদের নিয়ে আসনবিন্যাস) পরিকল্পনা করে বাজারে টিকিট ছেড়েছিল। আর টিকিট বিক্রি শেষ হওয়ার পরই তারা পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে।

খেলাধুলার স্বার্থে চার একর জমি দান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন ডেস্ক: "সুস্থ দেহ-সুস্থ মন, খেলাধুলার প্রয়োজন। সুন্দর দেহ সুন্দর বন, বিধাতার সেরা দান। আরো সুন্দর করি ক্রীড়া চর্চায় উন্নত মনো প্রাণ"- হ্যাঁ, উন্নত মন প্রাণ করতে হলে মাঠে আসতে হবে, যুব সম্প্রদায়কে মাঠে আনতে হবে। সামাজিক অপরাধ ক্রমশ দিনের দিন হুহু করে বাড়ছে। অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে সমাজ। কিশোরদের সুস্থ মানসিকতা, সম্পূর্ণ নাগরিক বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে খেলাধুলার বিকল্প কিছু নাই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় প্রমাণিত একটা শিশুর বুদ্ধির বিকাশের ৮৭ শতাংশ ভাগে নির্ভর হয় খেলাধুলার মাধ্যমে। আর সেই খেলাধুলা অর্জন হয় কোথায়, না খেলার মাঠে। সেজন্য খেলার মাঠের অত্যন্ত প্রয়োজন। শৃঙ্খলা বোধ শুধু কোন ব্যক্তির একা নয়। সমগ্র দেশ এবং জাতির সার্বিক উন্নতির এক প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে শৃঙ্খলা বোধ। সেই শৃঙ্খলা বোধের সূতিকাগার হচ্ছে খেলার মাঠ। উপরি উক্ত কথাগুলি মাথায় রেখে সেইরূপ একটি খেলার মাঠ সোতসাল গ্রামবাসীদের উপহার দিলেন জেলার বিশিষ্ট শিল্পপতি টুলু মন্ডল। উল্লেখ্য ব্যাবসায়িক সুবিধার্থে সিউড়ির বাসিন্দা হলেও তিনি মহম্মদ বাজার ব্লক এলাকার সোতসাল গ্রামের ভূমিপুত্র। গ্রামের শিক্ষা সংস্কৃতি খেলাধুলার পরিবেশ পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রতিও নজর দিয়েছেন। ভেবেছেন গ্রামের অসহায় ব্যাক্তি থেকে সমগ্র গ্রামবাসীদের ভাবনা। তাইতো দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা তথা বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে তার পিতা কুদ্দুস মন্ডলের স্মরণে সোতসাল গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিলেন এ্যাম্বুলেন্স। বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খেলার মাঠ ও এ্যাম্বুলেন্স টি প্রদান করা হয় এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের উপস্থিতিতে। এদিন অনুষ্ঠানে স্থানীয় গ্রামের হাজি সাহেব থেকে শুরু করে সোতসাল মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার আলেম উলেমা গন উপস্থিত ছিলেন। শিল্পপতির এরূপ উদ্যোগে স্বভাবতই এলাকার যুব সম্প্রদায় থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি সকলেই খুশি ব্যাক্ত করেন এবং গ্রাম জুড়ে আনন্দ উচ্ছাসে ভেসে ওঠে। একান্ত সাক্ষাৎকারে শিল্পপতি টুলু মন্ডল জানান আগামী জানুয়ারি থেকে খেলার মাঠটি সবুজে ভরে উঠবে, সেই সাথে বাউন্ডারি দিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়াও বলেন সব ঠিকঠাক থাকলে গ্রাউন্ড সাজানো এবং খেলা চালু করা হবে। গ্রামের সকলের প্রতি আহ্বান জানান গ্রামের উন্নয়নের স্বার্থে সকলে মিলেমিশে এক থাকা এবং বিভেদ না করা।

চুক্তি শেষ দ্রাবিড়ের, ভারতের নতুন কোচ হতে পারেন লক্ষ্মণ

আপনজন ডেস্ক: তাহলে কি ভারত ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের অধ্যায় আপাতত শেষ?
ভারতের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া সেটাই বলছে।
ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে চুক্তি ছিল দ্রাবিড়ের। তিনি নাকি এই চুক্তি আর নবায়ন করছেন না। অর্থাৎ বিশ্বকাপ ফাইনালই আপাতত ভারতের প্রধান কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের শেষ ম্যাচ।
আর নতুন কোচ হতে যাচ্ছেন দ্রাবিড়েরই বন্ধু ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণ, যিনি আজ শুরু হতে যাওয়া ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন। এর আগে ভারত-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান কোচ ছিলেন লক্ষ্মণ।
টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বিসিসিআইয়ের কয়েকটি সূত্র নিশ্চিত করেছে, দ্রাবিড় বোর্ডের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছেন না। দুই বছরের চুক্তিতে ২০২১ সালের নভেম্বরে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন দ্রাবিড়। সর্বশেষ এশিয়া কাপ ছাড়া ভারতকে আর কোনো শিরোপা জেতাতে পারেননি। হেরেছেন আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ফাইনালে। এবারের

বিশ্বকাপে অবশ্য ভারত দুর্দান্ত খেলেছে। ফাইনাল হারার আগে তারা জিতেছিল টানা ১০ ম্যাচে। এ ছাড়া দ্রাবিড়ের অধীনই টেস্ট ও ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল ভারত।
বিসিসিআইয়ের এক সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে জানিয়েছে, 'বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দ্রাবিড় যোগাযোগ করে জানিয়েছেন, পূর্ণ মেয়াদে দলের প্রধান কোচ থাকতে তিনি আর ইচ্ছুক নন। প্রায় ২০ বছর ধরে খেলোয়াড় হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন দ্রাবিড়। কোচ হিসেবেও গত দুই বছরও একই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, যেটা তিনি আর চাইছেন না। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির কোচ হিসেবেই তিনি ঠিক আছেন, এই দায়িত্বে থাকলে তিনি তাঁর শহর বেঙ্গালুরুতেও থাকতে পারবেন।'
আরেকটি সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানিয়েছে, আইপিএলের কোনো দলের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন দ্রাবিড়। জাতীয় দলের অন্য কোচিং স্টাফ, যাঁদের চুক্তি বিশ্বকাপ পর্যন্ত ছিল, বিশ্বকাপ শেষে দলের সঙ্গে থাকবেন কি না, সেটাও এখনো নিশ্চিত নয়।
বর্তমানে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমির কোচ লক্ষ্মণ জাতীয় দলের কোচ হতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছে বোর্ডের একটি সূত্র। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে তারা বলেছে, 'লক্ষ্মণ প্রধান কোচ হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিশ্বকাপ চলাকালে আহমেদাবাদে বিসিসিআইয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন লক্ষ্মণ। প্রধান কোচ হিসেবে লম্বা সময়ের জন্য চুক্তি করতে পারেন তিনি।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা স্যামুয়েলস ৬ বছর নিষিদ্ধ

আপনজন ডেস্ক: ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে অনেক বড় অবদান তাঁর। ২০১২ ও ২০১৬ দুই ফাইনালে উপহার দিয়েছিলেন ৭৮ ও অপরাজিত ৮৫ রানের ইনিংস। একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে সব সংস্করণ মিলিয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে দুবার ম্যাচসেরার স্বীকৃতি পাওয়া ক্রিকেটারও তিনি। সেই মারলন স্যামুয়েলসের গায়ে লেগে গেল কলঙ্কের দাগ।
দুর্নীতিবিরোধী চারটি ধারা ভঙ্গের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় স্যামুয়েলসকে ৬ বছর নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। এই নিষেধাজ্ঞা গত ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে; শেষ হবে ২০২৯ সালের নভেম্বরে। আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
এ ব্যাপারে আইসিসির মানবসম্পদ ও নৈতিকতা বিভাগের প্রধান অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন, 'স্যামুয়লস প্রায় দুই দশক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছে। এ সময়ে সে দুর্নীতিবিরোধী অনেক কর্মশালায় অংশ নিয়েছে এবং ভালো করেই জানত, এই নীতির অধীনে কী কী বাধ্যবাধকতা আছে।'
৪২ বছর বয়সী স্যামুয়েলসের কঠিন শাস্তি থেকে ভবিষ্যতে অনেকে শিক্ষা নেবেন বলেও আশা প্রকাশ করেছেন মার্শাল, 'যদিও সে এখন অবসর নিয়েছে, কিন্তু যখন অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সে সেটার অংশ ছিল। যারা নিয়ম ভঙ্গ করতে চায়, তাদের জন্য স্যামুয়েলসের ৬ বছরের নিষেধাজ্ঞা শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে।'
২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) পক্ষে স্যামুয়েলসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ গঠন করেছিল আইসিসি। ২০১৯ সালে আবুধাবি টি-টেন লিগের ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা হয়েছিল। গত আগস্টে দুর্নীতিবিরোধী স্বতন্ত্র একটি ট্রাইব্যুনালে শুনানির পর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আর আজ শাস্তির ঘোষণা এল।
আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী নীতির ২.৪.২, ২.৪.৩, ২.৪.৬ ও ২.৪.৭ নম্বর ধারা ভেঙেছেন স্যামুয়েলস। ২০১৯ সালে আবুধাবি টি-টেন লিগে তিনি কর্ণাটক টাস্কার্স দলে ছিলেন, যদিও কোনো ম্যাচ খেলেননি।
ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তে ২.৪.২ ধারা ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে স্যামুয়েলসকে। এ ধারায় বলা আছে, কোনো রকমের উপহার, অর্থ, আতিথেয়তা বা অন্য সুবিধা নেওয়ার তথ্য স্বীকৃত দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তাকে না জানানোর মাধ্যমে ক্রিকেটের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা।
বাকি তিনটি ধারায় অবশ্য স্যামুয়েলসকে ট্রাইব্যুনালের সব সদস্যই দোষী মনে করেছেন। এর মধ্যে আছে ৭৫০ বা এর বেশি মার্কিন ডলার পাওয়ার তথ্য গোপন করা, তদন্তে স্বীকৃত কর্মকর্তাকে সহযোগিতায় ব্যর্থতা ও তথ্য গোপন করে স্বীকৃত কর্মকর্তার তদন্ত কার্যক্রম বিলম্বিত করা।
দুর্নীতির দায়ে শাস্তি পাওয়া স্যামুয়েলসের জন্য অবশ্য নতুন কিছু নয়। ২০০৮ সালে এমন অপরাধে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। ২০০৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারতের ওয়ানডে ম্যাচের তথ্য পাচার করতে গিয়ে ভারতীয় পুলিশের ফাঁদে ধরা পড়েন। সে সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড (সিডব্লুআই) তাঁর পাশেই ছিল। তদন্ত চলাকালে স্যামুয়েলস বিশ্বকাপও খেলেছিলেন। তবে পরে অপরাধ প্রমাণিত হয়। ফিরে এসে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দুটি বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখেন বিতর্কিত এই ব্যাটসম্যান।
যদিও ২০২১ সালে এবারের অভিযোগ ওঠার পর সিডব্লুআই বলেছিল, এমন কর্মকাণ্ডকে বরাবরই ধিক্কার জানায় তারা। আইসিসি ও ইসিবিকে সব রকম সহায়তা দেওয়ার ঘোষণাও দেয় সিডব্লুআই।
২০০০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে অভিষেক হয়েছিল স্যামুয়েলসের। শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলেছেন ২০১৮ সালে। ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৩৪৫ ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

টি-২০: রান তাড়ার রেকর্ড গড়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের জয়

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপের রেশ পুরোপুরি না কাটতেই আবার শুরু টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সেই সিরিজের ভারত দল সাজিয়েছে দ্বিতীয় সারির খেলোয়াড়দের নিয়েই। অস্ট্রেলিয়া দলেও নেই বিশ্বজয়ীদের অনেকে। যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ট্রাভিস হেড, অ্যাডাম জাম্পা, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরাও আজ থাকলেন মাঠের বাইরে। তবু বিশাখাপট্টনম শেষ বলে গড়ানো রোমাঞ্চকর ম্যাচই উপহার পেল। যে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ২০৮ রান টপকে ২ উইকেটে জিতেছে ভারত। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের এটাই সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়। এর আগে ২০১৯ সালে হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২০৭ রান টপকে জিতেছিল ভারতীয়রা।

নাটক যা হওয়ার তা অবশ্য শেষ ওভারেই হয়েছে। শেষ ওভারে ভারতের দরকার ছিল ৭ রান, হাতে ছিল ৫ উইকেট। শন অ্যাবটের করা প্রথম বলটায় চার মেরে কাজটা আরও সহজ করে দেন রিংকু সিং। পরের বলে ১টি বাই রান আসার পর ভারতের দরকার শেষ ৪ বলে ২ রান। এরপর টানা তিন বল উইকেট হারায় ভারত। ওভারের তৃতীয় বলে অক্ষর প্যাটেল বলটাকে আকাশে তুলে বোলার অ্যাবটের ফিরত ক্যাচের শিকার। পরের বলে রানআউট রবি বিষ্ণয়। সমীকরণ যখন ২ বলে ২ রানের তখন রানআউট অর্শদীপ সিংও। তবে আউটের আগে ১টি রান তুলে ফেলেন ভারতীয় পেসার। তাতে স্ট্রাইক ফেরত পেয়ে যান রিংকু। আইপিএল মাতানো ব্যাটসম্যান শেষ বলে ছক্কাই মেরে দিলেন। তবে ওই ছক্কাটা যোগ হয়নি রিংকুর হিসাবে। হবেই বা কীভাবে, বলটা যে নো বল ছিল। রিংকু ছক্কার মারার আগেই যে ম্যাচ শেষ! ছক্কাটা হিসাবে না আসায় ১৪ বলে অপরাজিত ২২ রান নিয়েই ফিরতে হয়েছে রিংকুকে। ভারতের জয়ের নায়ক অবশ্য সূর্যকুমার। নিজের প্রিয় সংস্করণে ফিরেই ৪২ বলে ৮০ রানের ইনিংস খেলেছেন ভারতের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক। ৯টি চার ও ৪টি ছক্কা মেরে সূর্য যখন ফিরলেন ভারতের স্কোর ১৭.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯৪। সেখান থেকেই ১৪ বলে ১৫ রানের সমীকরণ মেলাতে শেষ বল পর্যন্ত খেলতে হয়েছে ভারতকে। রান তাড়ায় ভারত প্রথম উইকেট হারায় পঞ্চম বলে। কোনো বল খেলার আগেই রানআউট রুতুরাজ গায়কোয়াড়। আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সোয়াল যখন ৮ বলে ২১ রান করে ফিরলেন ভারতের রান ২.৩ ওভারে ২২ রান। সেখান থেকেই ঈশান কিষানকে নিয়ে ১১২ রানের জুটি সূর্যের। বিশ্বকাপ খেলা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান কিষান ৩৯ বলে ৫ ছক্কায় করেন ৫৮ রান। ১৩৪ রানে কিষান ও ১৫৪ রানে তিলক বর্মার বিদায়ের পর রিংকুর সঙ্গে ৪০ রানের জুটি গড়েন সূর্য। অধিনায়কের অসমাপ্ত কাজটা পরে সম্পন্ন করে রিংকু।
এর আগে জশ ইংলিসের ৫০ বলে ১১০ রানের ঝোড়ো ইনিংস ইনিংসে ২০ ওভারে অস্ট্রেলিয়া তোলে ৩ উইকেটে ২০৮ রান। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাটিংয়ে পাঠান সূর্যকুমার। ম্যাথু শর্টের সঙ্গে স্মিথের উদ্বোধনী জুটি টেকে ৪.৪ ওভার। রবি বিষ্ণয়ের গুগলি পড়তে না পেরে বোল্ড হন শর্ট। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় উইকেট জুটি অবশ্য স্থায়ী হয়েছে ১১ ওভার, ওই সময় উঠেছে ১৩০ রান। ইংলিস শুরুটা করেন ধীরে, প্রথম ১০ বলে করেন মাত্র ৯ রান। অষ্টম ওভারে প্রসিধ কৃষ্ণার ওপর চড়াও হলে সে ওভারেই আসে ১৯। ১৮তম ওভারে আউট হওয়ার আগপর্যন্ত তাঁর ঝড়ই চলেছে। ২৯ বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম অর্ধশতক পান ইংলিস। ইনিংসের পরের অংশে ব্যাটিং করেন আরও ঝোড়ো, আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে প্রথম শতক পূর্ণ করে ফেলেন ৪৭ বলেই। ভারতের মাটিতে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের পর দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে তিন অঙ্কের ইনিংস দেখলেন তিনি, যাতে ১১টি চারের সঙ্গে মেরেছেন ৮টি ছক্কাও। অন্য প্রান্তে স্মিথ ঠিক ইংলিসের সঙ্গে ছন্দ মেলাতে পারছিলেন না, পরের দিকে সেটি পুষিয়ে দিয়ে ৪০ বলে করেন অর্ধশতক। তবে রানআউট হয়ে দ্রুতই ফিরতে হয় তাঁকে। ইংলিস আউট হয়ে যাওয়ার পর শেষ ৩ ওভারে ২৮ রানের বেশি তুলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ১৩ বলে ১৯ রান করেন টিম ডেভিড। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ আগামী রোববার তিরুবনন্তপুরমে।

আইপিএলে পরের মৌসুম থেকে সরে দাঁড়ালেন স্টোকস

আপনজন ডেস্ক: 'ওয়ার্কলোড' ও 'ফিটনেস'-এ নজর দিতে ২০২৪ সালের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বেন স্টোকস। আজ নিজেদের ওয়েবসাইটে দেওয়া এক বিবৃতিতে এটি জানিয়েছে স্টোকসের দল চেন্নাই সুপার কিংস। বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি বলেছে, 'ইংল্যান্ড টেস্ট অধিনায়ক, অলরাউন্ডার বেন স্টোকস তাঁর ওয়ার্কলোড ও ফিটনেসের দিকে নজর দিতে ২০২৪ সালের আইপিএল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ৩২ বছর বয়সী স্টোকস ২০২৩ সালের সফল আইপিএলের আগে সুপার কিংসের অংশ হন।'
এরপর তারা যোগ করেছে, 'তিনি সম্প্রতি ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নেন, যেটির জন্য অবসর থেকে ফিরে আসেন। আইপিএলের আগে ইংল্যান্ড ৫ টেস্টের সিরিজ খেলবে, এরপর ২০২৪ সালের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আছে। এর আগে বেনের ওয়ার্কলোডের ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চেন্নাই সুপার কিংস সমর্থন করে।' গত আইপিএলের নিলামে নিজেদের সর্বোচ্চ দামে স্টোকসকে কিনেছিল চেন্নাই
গত আইপিএলের নিলামে নিজেদের সর্বোচ্চ দামে স্টোকসকে কিনেছিল চেন্নাইচেন্নাই সুপার কিংস গতবারের নিলামে স্টোকসকে নিজেদের সর্বোচ্চ ১৬ কোটি ২৫ লাখ রুপিতে কেনে চেন্নাই। যদিও গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক খেলেন মাত্র দুটি ম্যাচ। মূলত হাঁটুর চোটের কারণেই বাইরে বসে ছিলেন তিনি।

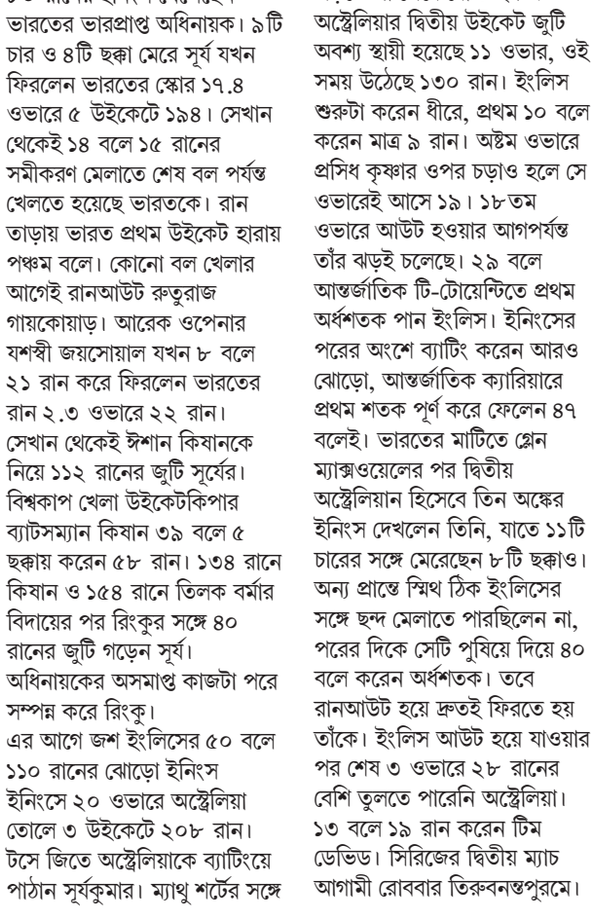

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**